বিপ্লবী কর্মীদের কর্মপদ্ধতি

বিপ্লবী প্রয়োজনের ভিত্তিতে সংগঠন গড়ে তোলা এবং দলের নেতা ও কর্মীদের বিপ্লবী চরিত্র অর্জন করার সংগ্রামের উপর কমরেড শিবদাস ঘোষ সর্বদা বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ ও ভারতবর্ষের পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক প্রস্তুতি গ্রহণ ও বিপ্লবী কর্মীদের চরিত্র গঠনের জরুরি প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে কমরেড ঘোষ এই মূল্যবান আলোচনাটি করেন। কীভাবে দৈনন্দিন কার্যকলাপের ক্ষেত্রে নেতা-কর্মীরা নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করতে পারেন এবং যথার্থ বিপ্লবী ভূমিকা পালন করতে পারেন তার পথনির্দেশ রয়েছে এই আলোচনায়।

কমরেডস,

এই এক্সটেনডেড পি সি মিটিং (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভা) ডাকা হয়েছে মূলত সাংগঠনিক ক্ষেত্রে কয়েকটি প্রধান দুর্বলতা, যেগুলি প্রায় সর্বস্তরে পরিলক্ষিত হচ্ছে সেগুলি কী করে দূর করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য। এমন একটা সময়ে এই দুর্বলতাগুলি পরিলক্ষিত হচ্ছে, যে সময়টা পার্টি গড়ে তোলার সংগ্রামের ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিরুদ্ধশক্তির আমাদের উপর আক্রমণের মনোভাব, আমাদের কোণঠাসা করার মনোভাব, এসবের ফলে যে অসুবিধার সৃষ্টি হচ্ছে তার রাজনৈতিক তাৎপর্য ঠিকমতো বুঝতে পারলে বা এগুলির দ্বারা বিভ্রান্ত না হলে একথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে, সময়টা আমাদের পক্ষে খুব খারাপ। একদিকে যেমন প্রবল বাধাবিপত্তি, নানা অসুবিধা, অন্যদিকে পার্টির প্রেস্টিজ, পার্টির রাজনৈতিক বক্তব্যের দিকে আগ্রহ অর্থাৎ জনমানসে পার্টি সম্পর্কে আগ্রহ, পার্টির বিস্তৃতির সম্ভাবনা, এগুলি যদি আমরা ঠিক ঠিক ভাবে বুঝি, তাহলে বুঝতে পারব যে, এই সময়টা আমাদের পার্টির ইতিহাসে দলের বিকাশের ক্ষেত্রে সবচেয়ে একসেলেন্ট টাইম (চমৎকার সময়)। অর্থাৎ যদি আমরা বর্তমান পরিস্থিতির উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করতে পারি তাহলে তুলনামূলকভাবে অতীতের সমস্ত সময়ের থেকে এটা খুব ভাল সময়। ভাল কথাটার অর্থ এই নয় যে, এই সময় বিরুদ্ধতা কম। ভাল সময় কথাটার অর্থ বিরুদ্ধতার সামনে যদি কর্মীরা সর্বস্তরে রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার শক্তিসামর্থ্য, কর্মক্ষমতা, রাজনৈতিক চেতনা এবং ম্যাচিওরিটি শো করতে (উন্নত উপলব্ধির পরিচয় দিতে) পারে, পার্টিবডিগুলো এবং গণসংগঠনের কমিটিগুলোকে উপযুক্তভাবে ডেভেলাপ করাতে পারে, তবে এই সময়টা সবচেয়ে একসেলেন্ট টাইম টু গ্রো (গড়ে ওঠবার পক্ষে চমৎকার সময়)। কারণ পাবলিক আমাদের কথা শুনতে চাইছে, আমাদের সম্পর্কে একটা সফ্‌ট ফিলিং (দরদী মনোভাব) নিয়ে চলছে। আর শুধু পাবলিকই নয়, এত বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিভিন্ন দলের র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইল-এর (সাধারণ কর্মীদের) মধ্যেও এস ইউ সি আই-এর বক্তব্যের নানা ডাইরেক্ট ও ইনডাইরেক্ট (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ) প্রভাব দেখা যাচ্ছে। নানা সিম্পটম (লক্ষণ) থেকে এগুলি দেখা যাচ্ছে।

তাহলে এরকম একটা সময়ে আমাদের দলের র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলকে আরও ক্লোজ-আপ (সংহত) করা দরকার। প্রতিটি কর্মীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ, রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধি, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ করার শক্তিবৃদ্ধি, সামগ্রিকভাবে কালেকটিভ ফাংশনিং-এর (যৌথভাবে কাজ করার) স্টাইল ও ক্রিয়াপদ্ধতি — এসব উন্নত করতে হবে, সময়োপযোগী করতে হবে। এটাই এখন প্রধান কাজ। যাতে কর্মের গতিবেগ বৃদ্ধি পায় এইদিকে লক্ষ রেখে যে কাজগুলি সমস্ত স্তরে করা দরকার সেগুলি সম্পর্কে আমি বলতে চাইছি, সকলেই এবং বিশেষভাবে লিডিং (নেতৃস্থানীয়) কমরেডরা লক্ষ রাখবেন। প্রতিটি কর্মী চেষ্টা করবেন যাতে তার রাজনৈতিক উদ্যোগ বাড়ানো যায়, রাজনৈতিক চেতনার স্তর উন্নত করা যায়, যাতে রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, নানা লড়ালড়ির ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দায়দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক ইনিশিয়েটিভ (উদ্যোগ) আরও বাড়ানো যায়। একথাটার মানে হচ্ছে, প্রতিটি মুহূর্তে নেতাদের কাছ থেকে ইনস্ট্রাকশন (নির্দেশ) নিয়ে এবং কী করতে হবে বুঝে নিয়ে কাজ করা নয়, ইনস্ট্রাকশন এলে যেমন মাথা খাটিয়ে কাজ করব, আবার ইনস্ট্রাকশন না এলেও নিজে পরিকল্পনা করে কাজ করব। কোনও প্রশ্ন উঠলে

কী উত্তর দিতে হবে নিজেই ঠিক করতে পারি, নেতাদের কাছে যেতে হয় না। হয়ত কিছু ভুল হবে কিন্তু সে ভুল থেকেও নিজেই শিখব বা অন্যে ধরিয়ে দেবে। এইভাবে নিজেকে তৈরি করতে হবে। এই যে প্রশ্ন উঠলেই আগে নিজে বিচার না করে নেতাদের কাছে দৌড়ে আসে কী বলবে তা জানার জন্য, বিরুদ্ধ প্রশ্ন এলেই পারপ্লেক্সড ফিল করে (হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে), এগুলি ইন্ডিকেট করে (প্রমাণ করে) চেতনার অভাব আছে এবং কর্মীদের আমরা সেভাবে তৈরি করিনি। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে, কর্মীদের মিলেমিশে একসঙ্গে কাজ করবার যে রীতি দলে চালু রয়েছে, এই কালেকটিভ ফাংশানিং-এর (যৌথভাবে কাজ করার) স্টাইলটা আমাদের আরও ইমপ্রুভ (উন্নত) করা দরকার যাতে সকলের ব্যক্তিগত উদ্যোগ বাড়ে। আমাদের কর্মের গতিবেগ যাতে বাড়ে সেদিকে লক্ষ রেখে কী ধরনের কাজ করলে ও কোন পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইনডিভিজুয়াল ইনিশিয়েটিভ (ব্যক্তিগত উদ্যোগ) এবং কালেকটিভ বডি ফাংশনিং (পার্টি বডির যৌথ কাজকর্ম) বাড়বে সেটা খেয়াল রেখে আমাদের ওয়ার্কিং স্টাইল ইমপ্রুভ করা দরকার। অন্য লিডাররা এটা কতটা ফিল (অনুভব) করছেন জানি না কিন্তু আমি নিজে খুব ফিল করছি। প্রয়োজনের তুলনায় অ্যাজ আই সি, উই আর ল্যাগিং মাচ বিহাইন্ড (আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা অনেক পিছিয়ে আছি), ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশের তুলনায় আমরা এখনও ক্ষুদ্র শক্তি। এই অবস্থায় আমরা চাই বা না চাই আমাদের উপর এক ঐতিহাসিক দায়িত্ব এসে পড়েছে। এক হচ্ছে আমরা এ দায়িত্ব অস্বীকার করে চলে যেতে পারি, তার দ্বারা ইতিহাসের কাছে আমরা নিজেদের নপুংসক প্রমাণ করতে পারি, আর একটা পথ আমাদের সামনে রয়েছে সেটা হচ্ছে, যে দায়িত্ব আমাদের ঘাড়ে এসে পড়েছে — ম্যানলি, অ্যাজ এ রেভলিউশনারি (সাহসের সাথে প্রকৃত বিপ্লবীর মতো) চ্যালেঞ্জ নিয়ে সেটা গ্রহণ করা। কিন্তু এটা করব শুধু মনে ভাবলেই চলবে না, এই করব কথাটার অর্থ হচ্ছে, সমস্ত স্তরে করবার জন্য একটা আয়োজন, উদ্যোগ এবং প্রিপারেশন-এর (প্রস্তুতি) আন্দোলনের বন্যা বয়ে যাওয়া দরকার। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেককে নিজেকে প্রশ্ন করতে হবে, আমি নিজেকে রাজনৈতিকভাবে উপযুক্ত করে গড়ে তুলছি কিনা, প্রতিটি প্রশ্নে নিজে বক্তব্য উপস্থাপনা করতে পারি কিনা, যেমন করে হোক পারি কিনা, কারুর সাথে পরামর্শ না করে পারি কিনা, যে কোনও বডি-তে বসেই আমি কিছু সাজেশন দিতে পারি কিনা, বক্তব্য রাখতে পারি কিনা, শুধু বলবার জন্যই বলা নয়, কাজে সাহায্য করবার জন্য, কাজকে ইমপ্রুভ করার জন্য কিছু বলতে পারি কিনা। নাকি আমি শুধু শোনবার জন্য, আর 'কি করতে হবে আমাকে বলুন' এটা জিজ্ঞেস করবার জন্য নেতাদের কাছে আসি। প্রত্যেক কর্মী এইভাবে নিজেকে প্রশ্ন করবে এবং নিজেকে তৈরি করার জন্য সংগ্রাম করবে।

এই তৈরি করার উপায় কী? এই তৈরির করার উপায় হচ্ছে, সবসময় সমস্ত ব্যাপারে জনসাধারণের সঙ্গে , অপরাপর কর্মী ও বন্ধুদের সঙ্গে রাজনৈতিক আলোচনায় আত্মনিয়োগ করা, যে কোনও ছোটখাটো কথাকে টেনে এনে মূল রাজনৈতিক সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে আলোচনার ক্ষমতা অর্জন করা। যেমন ধরুন একটা ক্ষুদ্র কথা নিয়ে, একটা সাহিত্য বা হাস্যরস নিয়ে, একটা রুচিগত প্রশ্ন নিয়ে, অথবা সিনেমা হোক, অন্য কোন ঠাট্টা-বিদ্রুপ হোক, এসব নিয়ে একটা আলোচনা শুরু হয়ে গেল। আমাদের প্রবণতাটা থাকা দরকার যাতে সেই আলোচনায় ঢুকে আমাদের মূল রাজনৈতিক বিষয়বস্তুর সাথে লিংক (যুক্ত) করে আমি আলোচনা করতে পারি, আমি আলোচনাটাকে পারপাসিভ (উদ্দেশ্যমুখিন) করতে পারি। ব্লান্টলি ও মেকানিক্যালি (না বুঝে শুনে ও যান্ত্রিকভাবে) নয়, লিভিং (প্রাণবন্ত) করেই করতে পারি। এই ক্ষমতা অর্জনের জন্য প্রতিটি কর্মীর সযত্নে নিজেকে তৈরি করা দরকার। 'ও, ওটা তো একটা গল্প' — এরকম বললে চলবে না। কারণ গল্পের মধ্যেও একটা সংস্কৃতি রিফ্লেক্টেড (প্রতিফলিত) হয়। আমি জানি বা না জানি গল্পের মধ্যেও এটা সকলকে প্রভাবিত করে, হাস্যরসের মধ্যেও আমার একটা রুচিগত মান প্রতিফলিত হয়, যেটাকে ইগ্নোর (অবহেলা) করা যায় না। ফলে নিছক গল্প বা হাসিঠাট্টা বলে হালকা করে দেখা যায় না। যে প্রশ্নই আসুক, হাসিঠাট্টা গল্পগুজব যাই ঘটুক তাকে তৎক্ষণাৎ আমাদের পার্টির মূল বক্তব্য, রাজনৈতিক ধ্যানধারণার সাথে লিংক আপ (যুক্ত) করতে হবে। পার্টির এই মূল বক্তব্যটা কী? পার্টির এই মূল বক্তব্য হল জনসাধারণের মধ্যে অ্যান্টি-ক্যাপিট্যালিস্ট রেভলিউশন-এর (পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবের) মানসিকতা তৈরি করা। পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে সাধারণ মানুষের মধ্যে ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়া। অন্ধ ঘৃণা নয়, কারণ অন্ধ ঘৃণা টেকে না। সঠিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে যেগুলি আজ এগজস্টেড (অকার্যকরী) বা ক্ষতিকারক হয়ে গেছে সেগুলি সম্পর্কে ঘৃণা জাগিয়ে দেওয়া, যাতে এই বিষয়গুলি সম্বন্ধে লুক্কায়িত বা জাগ্রত

অবস্থায়, যে যুক্তির আধারেই হোক কোনও আশা-আকাঙ্ক্ষা বা আগ্রহ আসুক না কেন তাকে যুক্তির ধারালো অস্ত্র দিয়ে একেবারে খন্ডবিখন্ড করতে পারি, পরাজিত করতে পারি —এইভাবে নিজেদের প্রস্তুত করতে হবে।

এই যে যেকোনও কথাকে লিংক করে আমার মূল বক্তব্য অ্যান্টি-ক্যাপিট্যালিস্ট রেভলিউশন বোঝানো, আর এই অ্যান্টি-ক্যাপিট্যালিস্ট রেভলিউশন-এর পথে যে সিউডো রেভলিউশনারি ফোর্সেস (মেকি বিপ্লবী শক্তিগুলি) ইমেজ (নিজেদের ভাবমূর্তি) সৃষ্টি করে আছে তার প্রভাব থেকে জনসাধারণকে মুক্ত করা — এগুলি হচ্ছে কাজ। এই সিউডো রেভলিউশনারি ফোর্সেস যারা যে ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে আছে, ডাইরেকশন অব দি মেইন ব্লো তাদের বিরুদ্ধে হবে। যেখানে সুপারফিসিয়ালি (উপর উপর) হয়তো দেখা যায় ওরা যে আন্দোলনটা করছে বা যে কথাটা বলছে তার মধ্যে আপাতদৃষ্টিতে তাদের বিশেষ ত্রুটি নেই, সেখানেও মূল রাজনীতির সাথে লিংক আপ করে সে এই কথাটার দ্বারাও যে তার ফল্‌স ইমেজ (মিথ্যা ভাবমূর্তি) সৃষ্টি করে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে এবং তার মূল রাজনীতিটা কোথায় রং (ভুল), কেন সে এরকম একটা পথ নিল — এগুলি দেখাতে হবে। তার এইভাবে পথ নেওয়া, স্লোগান তোলা আর আমার এভাবে পথ নেওয়া ও স্লোগান তোলা আপাতদৃষ্টিতে এক মনে হলেও কোথায় আমাদের মূল পার্থক্য সে বিষয়েও জনগণকে বুঝিয়ে দিতে হবে। কারণ আমাদের লক্ষ্য বুর্জোয়াদের ওভারথ্রো (উচ্ছেদ) করা আর তার সঙ্গে ফিউডালিজম-এর (সামন্ততন্ত্রের) যে রেমন্যান্টস্ (রেশ) আছে তারও অবসান ঘটানো। আপাতদৃষ্টিতে বিশেষ স্লোগান ও বিশেষ প্রোগ্রাম এক হলেও লক্ষ্য কিন্তু এক নয়। বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করার জন্য অ্যান্টি-ক্যাপিট্যালিস্ট রেভলিউশন-এর রাজনৈতিক বুনিয়াদ এবং মানসিকতার যে মূল জিনিসগুলি আছে, পার্টিকর্মীদের সর্বক্ষণ আলোচনা করে তা আয়ত্ত করতে হবে। শুধু পপুলার ঢং-এ অত্যাচারের বিরুদ্ধে ইমোশনাল (আবেগসর্বস্ব) বক্তৃতা নয়। কারণ সাধারণভাবে মানুষ অত্যাচার বোঝে, না খাওয়ার যন্ত্রণা বোঝে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে লড়াই চায়। কিন্তু যে লোকটা পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়তে চাইছে সেই লোকটা পরমূহূর্তে আর একটি প্রশ্নে পুঁজিবাদের রক্ষণাবেক্ষণের মানসিকতা প্রতিফলিত করছে। ফলে পুঁজিবাদকে ভাঙবার জন্য সর্বাত্মক লড়াইয়ের মানসিকতা চাই, সমস্ত মানসিক জগতে পুঁজিবাদবিরোধী ধাঁচাটা গড়ে তোলার জন্য যে চেষ্টা প্রয়োজন সে চেষ্টাটা চাই এবং তার উপযুক্ত করে নিজেদের গড়ে তোলাটা চাই, যাতে প্রতিটি আলাপ-আলোচনা আমরা কার্যকরীভাবে করতে পারি।

সেভাবে গড়ে উঠতে হলে আমাদের দরকার হল — জনগণের সঙ্গে চব্বিশ ঘন্টা কাজ করতে হবে। এই চব্বিশ ঘন্টা কাজ করছি মানে এই নয় যে, আমরা খাচ্ছি না, নিত্যকর্ম করছি না, গল্পগুজব করছি না বা যারা একটু প্রেম-ট্রেম করে তারা একটু মাঝে মাঝে দেখাসাক্ষাৎ করছে না তা নয়। এগুলি আমাদের থাকবে কিন্তু এগুলি মন ছেয়ে থাকবে না। এগুলি মাঝে মাঝে আসবে, এটা রিয়ালিস্টিক (বাস্তবসম্মত), আদারওয়াইজ (ভিন্ন কিছু) ভাবা একটা ইউটোপিয়া (অলীক কল্পনা)। কিন্তু এগুলি প্রধান হয়ে আসবে না। প্রধানত মনের মধ্যে যেগুলি ঘুরে ফিরে আসে একা থাকলে, শুতে বসতে গেলে যেটা আসে সেটা হল আমার রাজনীতিগত ও সংগঠনগত সমস্যা। কতরকম বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন আছে, কতরকম উল্টোপাল্টা কথা আছে, ফলে পরিবেশ যাই থাকুক আমি কীভাবে তার মোকাবিলা করব এই নিয়েই আমার চিন্তা। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যারা লড়তে চায় তাদের সি পি আই, সি পি আই (এম) সম্পর্কে এক ধরনের বিভ্রান্তি, সি পি আই-কে যারা শোধনবাদী বলছে সেই সি পি আই (এম) আর এক ধরনের শোধনবাদের চর্চা করছে। আবার সি পি আই (এম)-কে যারা শোধনবাদী বলছে সেই নকশালরা একধরনের পেটিবুর্জোয়া অ্যাডভেঞ্চারিজম-এর (হঠকারিতার) বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। এইভাবে একটা বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে যারা লড়াই করে তাদের মধ্যে হাজারটা বিভ্রান্তি লুক্কায়িত থাকে, ওয়ান কনফিউশন (একটা বিভ্রান্তি) আর একটা কনফিউশন-এর মধ্যে মিশে থাকে। কীভাবে এগুলি মিশে থাকে বিপ্লবী দল স্তরে স্তরে সেগুলি স্টাডি করে (খুঁটিয়ে দেখে), বিপ্লবী কর্মীরা কনস্ট্যান্ট (সর্বদা) রাজনীতি চর্চার দ্বারা এগুলি স্টাডি করে, কীভাবে জনগণকে এগুলি থেকে মুক্ত করা যায় তার চর্চা করে। এই চর্চাটা কীভাবে করে? মাসেস-এর (জনসাধারণের) মধ্যে এবং নিজেদের মধ্যে যে কোনও সাবজেক্ট-ই (বিষয়ই) উঠুক কীভাবে মূল লাইনের সাথে তাকে লিংক আপ করা যায় তার আলোচনা করে। তুমি যতই আলোচনা ডিস্টার্ব (ঘুরিয়ে দিতে) করতে চাও না কেন, আমি আলোচনায় যোগ দিয়ে রসালো করে কথা বলে তোমার বাধা অতিক্রম করে তোমাকে ইনভল্‌ভ করে ফেলব (টেনে আনব) মূল আলোচনায়, যেটা তুমি বুঝেও অস্বীকার করতে পারবে না, আলোচনায় না এসে পারবে না বা অনেক সময়

ধরতেই পারবে না তোমার অজান্তে তুমি কীভাবে অন্য আলোচনায় এসে গেলে। তুমি করতে চেয়েছিলে ইয়ার্কি, তোমার সঙ্গে ইয়ার্কিতে বসে আমি যে আলোচনাটা জুড়ে দিলাম তাতে তোমার অজ্ঞাতসারে এনে ফেললাম অন্য একটা সিরিয়াস (গভীর) আলোচনায়। এই যে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমুখিনতা, একটা রাজনৈতিক অবজেকটিভ (উদ্দেশ্যবোধ), কনটিনিউয়াসলি (সর্বদা) আমার সমস্ত ক্রিয়ার মধ্যে কাজ করে — এর জন্যে নিজেকে তৈরি করতে হয়। এটা শুধু বসে বসে ভাবলে হয় না। প্রতিটি কর্মীর এটা তৈরি করার উপায় হল, পরিকল্পিত উপায়ে সর্বদা জনতার সঙ্গে সংযোগস্থাপন করা, তার জন্য নির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করা, নানাভাবে আমার রাজনীতিটা জনতার মধ্যে নিয়ে যাওয়া, আর সেটা নিয়ে যাওয়ার উপায় হিসাবে জনতার সমস্ত বিক্ষোভগুলি নিয়ে মুভমেন্ট অর্গানাইজ (আন্দোলন সংগঠিত) করার মধ্য দিয়ে রাজনীতিটা নিয়ে যাওয়া।

এগুলি করতে হবে। ভিস-আ-ভি (সাথে সাথে) অপরের রাজনীতি ফাইট করতে হবে। অপরের রাজনীতি ঢালাওভাবে বললে হবে না, বিশেষ করে সিউডো রেভলিউশনারি রাজনীতি, যেটা ইলিউশন (মোহ) সৃষ্টি করে অ্যাক্টিং অ্যাজ এ কম্প্রোমাইজিং ফোর্স বিটুইন লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল (শ্রম ও পুঁজির মধ্যে আপসের শক্তি হিসাবে কাজ করে) তাকেও এক্সপোজ করে যেতে হবে (চিনিয়ে দিতে হবে)। কে এই ফোর্স — একটা বিপ্লবী পার্টি সেটা অ্যাসেস (নির্ধারণ) করে। এটা হতে পারে ন্যাশনাল প্লেন-এ (জাতীয় স্তরে) যে ফোর্সটা মেন্ ডেঞ্জার (প্রধান বিপদ), একটা পার্টিকুলার (বিশেষ) রাজ্যে পার্টিকুলার ক্ষেত্রে সে ইনসিগ্‌নিফিক্যান্ট ফোর্স (অকিঞ্চিৎকর শক্তি); অবশ্য তখনও ন্যাশনাল প্লেন-এ যে মেন ডেঞ্জার সেই রাজ্যে তাকে ফাইট করে যেতে হবে নাহলে কাল এখানে সে মেন ডেঞ্জার হিসাবে এসে যেতে পারে। কাজেই আগের থেকে তার জমি যাতে তৈরি না হয় তার জন্য ফাইট করে রাখি। কিন্তু জাতীয় স্তরে আর একটা ফোর্স যেটা এখন মেন ডেঞ্জার (মূল বিপদ) নয় কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সিউডো রেভলিউশনারি অর্থে ইমেজ সৃষ্টি করে মেন ডেঞ্জার হয়ে আছে সেখানে এই বিশেষ ক্ষেত্রে আমি প্রথমত তাকেই ফাইট করব, যদিও ন্যাশনাল প্লেন-এ যে মেন ডেঞ্জার তার বিরুদ্ধে ফাইট করার গুরুত্বকে আমি লাঘব করে দেখব না। কারণ কালই এখানকার যে মেন ডেঞ্জার সে জমি থেকে হটে গেলে ন্যাশনাল প্লেন-এ যে মেন ডেঞ্জার সে জায়গাটা দখল করবে, যদি না ইতিমধ্যে আমরা সেই ফোর্সকে ফাইট করে ডিফিট দিয়ে (পরাজিত করে) থাকি। সে যদি পলিটিক্যালি ইকুইপড্ (রাজনৈতিক দিক থেকে দক্ষ) হয় এবং আমাদের কাজ যদি আমরা না করে থাকি তাহলে সে এই ভ্যাকুয়ামটা (শূন্যস্থান) দখল করবে।

তাই সর্বক্ষেত্রে কর্মীদের চেতনার মানবৃদ্ধি এবং পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ বাড়ানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিছুদিন যাবৎ আমি বার বার বলছি — কিপ আপ ইওর পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ অ্যাট ইওর ফোর (রাজনৈতিক উদ্যোগকে সর্বোপরি স্থান দাও), বলছি প্রতিটি কর্মীর ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও রাজনৈতিক ইনিশিয়েটিভ বাড়াতে হবে। এমন কথা পর্যন্ত আমি বলছি হোক রিস্ক (ঝুঁকি), হোক ভুল, তবু নিজের বুদ্ধিতে জনগণের আন্দোলনের নেতৃত্ব দাও, তাকে সংগঠিত করার চেষ্টা কর, শুধু পার্টির আদর্শ, পার্টির অ্যান্টি-ক্যাপিট্যালিস্ট রেভলিউশন-এর তত্ত্ব তুমি নিজে যতটুকু বোঝ সে অনুযায়ী আন্দোলনটা করতে ভুল করো না। আর যদি কিছু তোমার ভুলও হয় তাতে মহাভারত অশুদ্ধ হবে না এবং নেতাদেরও সেখানে খড়্গহস্ত হয়ে তার এই ইনিশিয়েটিভ ভাঙা চলবে না। নেতাদের যেটা করতে হবে সেটা হল, কোথায় তার ভুল হল সেটা সিমপ্যাথেটিক্যালি (সহানুভূতির সাথে) তাকে দেখিয়ে তাকে কারেক্ট করা; বাট নট ড্যাম্পেনিং হিজ ইনিশিয়েটিভ বাই হার্শ ক্রিটিসিজম (সংশোধন করা কিন্তু অযথা কঠোর সমালোচনার দ্বারা তার উদ্যোগ মেরে দেওয়া নয়), 'পরামর্শ না করে কেন সে এটা করতে গেল' — এমন করে বলা একেবারে চলবে না। এনকারেজ ইনিশিয়েটিভ অব দোজ কমরেডস, অ্যালাও দ্য কমরেডস টু ওয়ার্ক দেয়ার ওন ব্রেন, দে উইল ওয়ার্ক বাট নট ইন অ্যান অ্যানার্কিক্যাল ওয়ে (সেই সব কমরেডদের ব্যক্তিগত উদ্যোগকে উৎসাহিত কর, নিজস্ব মাথা খাটিয়ে তাদের কাজ করতে দাও, তারা কাজ করবে কিন্তু শৃঙ্খলাহীনভাবে নয়)। একদিকে তারা পার্টি লাইনের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইমপ্রুভ (মূল রাজনৈতিক লাইনের উপলব্ধি উন্নত) করতে থাকুক, মাস্টার (ভালমতো আয়ত্ত) করতে থাকুক আর একদিকে তারা লাইনকে অ্যাপ্লাই (প্রয়োগ) করার জন্য আপন বুদ্ধিতে জনগণের সংগ্রামকে যেমনভাবে সংগঠিত করতে চায়, তাদের তেমনভাবে সংগঠিত করবার সুযোগ দিতে হবে। ভুল হলে ভুল কোথায় হল তা কারেক্ট করে দিতে হবে, কিন্তু 'তুমি কেন আলোচনা না করে এটা করতে গেলে' — ডোন্ট ডু দিস থিং (এভাবে বলবেন না) — এক্সিকিউটিভদের কাছে এটা আমার বক্তব্য। কারণ হোয়াট

ইজ ল্যাকিং (যেটার অভাব) সেটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ট্রেইন্ড পলিটিক্যাল ক্যাডারস (উপযুক্তভাবে গড়ে ওঠা রাজনৈতিক কর্মী)। এক্ষেত্রে উই আর ভেরি মাচ ল্যাগিং (আমরা অনেক পিছিয়ে আছি)। আজকের এই সমাজে এই অবস্থায়, এই ক্রস কারেন্ট অব পলিটিক্স-এ (রাজনৈতিক আবর্তে) যেসব কনফিউশন রয়েছে, সিউডো রেভিলিউশনারি-দের মধ্যে যেসব প্রশ্ন রয়েছে, প্রোগ্রেসিভ বলে যারা পরিচিত তাদের মধ্যে যেসব কনফিউশন রয়েছে, অন্য দলগুলোর র‍্যাঙ্ক অ্যান্ড ফাইলের মধ্যে যেসব বিভ্রান্তি রয়েছে, সেগুলি দূর করার চেষ্টা করতে হবে। একথা ভাবা ঠিকনয় যে সকলেই জেনে শুনে দালালি করছে, পয়সার জন্য করছে। এভাবে ভাবা ওভার সিমপ্লিফিকেশন (অতি সরলীকরণ) হবে। কারণ অনেকেই সঠিক রাজনীতি না বুঝে ওদের পিছনে ছুটছে, তাদের মধ্যে যেসব কনফিউশন রয়েছে সেগুলির থেকে তাদের মুক্ত করার চেষ্টা করতে হবে, ব্যাপক মাসেস-এর মধ্যে যে কনফিউশনগুলি রয়েছে সেগুলি দূর করতে হবে। এইসব বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করা এবং সঠিক রাজনীতি বোঝানো, এটা পেইনস্টেকিং জব হুইচ ক্যান অনলি বি ডান বাই ট্রেইন্ড ক্যাডারস, ডেডিকেটেড ক্যাডারস (কষ্টসাধ্য কাজ যা কেবল উপযুক্তভাবে তৈরি, নিষ্ঠাবান কর্মীরাই করতে পারে), যাদের ইনিশিয়েটিভ আছে, যাদের লিডারশিপ দেওয়ার ক্ষমতা আছে, যারা দলের রাজনীতি পরিষ্কার করে বোঝাতে পারে, মূল বক্তব্য রাখতে গোলমাল করে না, তেমন ক্যাডারস আমাদের চাই। আমাদের বহু ভাল কর্মীর মধ্যে আমি দেখি, আলোচনার সময় যে কোনও বিরুদ্ধ পক্ষের লোক তাদের উত্তেজিত করে দিয়ে একটা পয়েন্ট থেকে আর একটা পয়েন্টে শিফ্‌ট করে (ঘুরিয়ে) দিতে পারে। আলোচনায় ফাঁসিয়ে দিয়ে মূল পয়েন্ট থেকে অন্য দিকে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে। অতি সহজেই তারা অ-খেয়ালে তর্ক করতে করতে, নিজেদের জ্ঞান জাহির করতে করতে যেটা তারা বলতে চেয়েছিল সেখান থেকে সরে অন্য জায়গায় চলে যায়। এটা ঘটছে এই কারণে যে তারা সাফিসিয়েন্টলি পলিটিক্যালি ম্যাচিওরড (রাজনৈতিক চেতনা যথেষ্ট গভীর) নয়। আলোচনায় তারা তাদের পারপাস (উদ্দেশ্য) জানে না। কারণ যারা ম্যাচিওরড ও এফিসিয়েন্ট (দক্ষ) হাজার চেষ্টা করলেও মূল পয়েন্ট থেকে তাদের সরানো যায় না। বরং অপরে অন্যদিকে যেতে চাইলেও নানাদিক থেকে আটঘাট বেঁধে তারা আলোচনাকে ঠিক জায়গায় এনে ফেলে। অপরে যদি এদিক দিয়ে বেরিয়ে যেতে চায় তাহলে সে জানে ভাল জেলের মতো কীভাবে তাকে আটকানো যায়, পিছলে বেরিয়ে যেতে চাইলেও পারবে না। মাছ ধরে তো জেলেরা — পাকা জেলের হাত থেকে মাছ বেরিয়ে যেতে পারে নাকি? তোমার হাত থেকে পিছলে যায়, কারণ তুমি পাকা জেলে নও, কাঁচা লোক। যে পাকা অর্থাৎ অভিজ্ঞ, পিছলে বেরিয়ে যেতে চাইলেও তার হাত থেকে পিছলে যাওয়া যায় না। এটা বলা খুব সোজা কিন্তু করাটা অত সোজা নয়। তার জন্য কর্মীদের ট্রেনিং চাই। সেটা কি স্টিরিওটাইপ অ্যাকাডেমিক (পাঠ্যপুস্তক নিয়ে গতানুগতিক) ক্লাস করে হবে? না, তা হবে না।

অ্যাকাডেমিক ক্লাস (বইপত্র ধরে ক্লাস) করা, মার্কসইজম-এর জেনারেল থিওরেটিক্যাল (সাধারণ তত্ত্বগত) ক্লাস করা একান্ত প্রয়োজন, এগুলো না পড়লে না জানলে চলে না, এই থিওরেটিক্যাল জ্ঞানের সঙ্গে প্র্যাকটিস-এর (প্রয়োগের) অভিজ্ঞতা একসঙ্গে যুক্ত না করলে নিজের জ্ঞান ধারালো হয় না। এখানেও এমন পুরনো কর্মী, এক্সপিরিয়েন্সড কর্মী দেখা যায় যারা অভিজ্ঞতা থেকে অনেক জিনিস শিখছে, কিন্তু ক্ল্যাসিকাল মার্কসইজম পড়াশুনা করা, তার বক্তব্য ও এক্সপ্রেশন-এর (প্রকাশভঙ্গির) সাথে অ্যাকয়েন্টেড (পরিচিত) থাকা খুব জরুরি মনে করছে না। তারা মনে করছে মূল বক্তব্যটা তো বুঝেছি, আর এসবের দরকার কী? না এটা ঠিক নয়।

এগুলি জানা জরুরি এই জন্য যে, আমার চিন্তাকে, আমার কর্মধারা এবং আমার কর্মশক্তিকে বহুমুখী এবং ধারালো করতে হলে, সমস্ত দিক থেকে ইকুইপড (উপযুক্ত) করতে হলে, সমস্ত স্তরে ওয়ার্ক করার উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হলে এগুলি পড়াশুনা করা একান্ত প্রয়োজন। নিজেকে সবদিক থেকে তৈরির জন্য প্রয়োজন। যতটুকু সময় সুযোগ পাব তার সদ্ব্যবহার করব। একদিকে পড়াশুনা করব, আলাপ-আলোচনা করব, বন্ধুসুলভভাবে আমাদের মত বিনিময় ও তর্ক-বিতর্ক করব, আরও ভাল ক্ল্যারিটি (স্বচ্ছ ধারণা) আনবার জন্য। আর পারি বা না পারি জনসাধারণের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার চেষ্টা করব, তাদের প্রবলেম সল্‌ভ করার ক্ষেত্রে আমার ক্রিয়েটিভ সাজেশন (সৃজনশীল প্রস্তাব) দেব — এইভাবে আমরা ক্ষমতা অর্জন করব। কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাসোসিয়েশন, কনস্ট্যান্ট কমন ডিসকাশন, কনস্ট্যান্ট কমন অ্যাকটিভিটি (যৌথ জীবন যাপন করা, যৌথভাবে আলোচনা ও ক্রিয়া করা) — এই হবে আমাদের মোড অব লাইফ (জীবনধারণের রীতি)। এটা মনে রাখা দরকার ডিসকাশন-টা হবে পারপাসিভ (উদ্দেশ্যমুখী)। সেটা যা নিয়েই শুরু হোক শেষ পর্যন্ত

তা হবে রাজনীতিধর্মী। বিনা চর্চায় কিছু শেখা যায় না। কাজেই এটা কর্মীদের শেখাতে হবে, শেখবার সুযোগ দিতে হবে। তাই পারসোন্যাল ইনিশিয়েটিভ বাড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যেমন ব্যক্তিগত চেষ্টার দিক রয়েছে, কমিটি ফাংশনিং, লিডারশিপ-এর স্টাইল অব ওয়ার্কিং ইমপ্রুভ (কাজ করার প্রক্রিয়া উন্নত) করার মধ্য দিয়েও এটাকে বাড়াবার চেষ্টা করতে হবে। কমিটি ফাংশনিং ইমপ্রুভ করা বলতে আমি মিন করছি (বলতে চাইছি) যে, মিটিংগুলিতে কর্মীদের ব্যাপক আলোচনা করার সুযোগ দিতে হবে। হোক বিরক্তিকর কথা, হোক অকার্যকর কথা, শুধু রিপিটেশন (একই কথা বার বার) হচ্ছে, তবু তারা তর্কাতর্কি করে একটা লাইন বের করতে পারে কিনা তার সুযোগ দিতে হবে। ম্যাক্সিমাম পেশেন্স (যতদূর সম্ভব ধৈর্য) চাই। কালেক্টিভ বডিগুলিকে ফাংশন করাতে হলে ম্যাক্সিমাম পেশেন্স নিয়ে চেষ্টা করতে হবে। বুঝতে পারছি বাজে কথা বলছে, বুঝতে পারছি অন্যদের ইরিটেট (বিরক্ত) করছে বা অযথা সময় নিয়ে নিচ্ছে, এগুলি কন্ট্রোল করতে হবে, কিন্তু কন্ট্রোল করতে গিয়ে আলোচনা বন্ধ করা চলবে না। যখন একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে, অনেক আলোচনা হয়েছে, আর সময় দেওয়া যায় না, সময় দিলে কাজ নষ্ট হয়ে যাবে, সেখানে হয়ত আমি ইন্টারভেন (হস্তক্ষেপ) করব, কিন্তু আমার স্টাইল এমন হবে যে, তাতে আলোচনার স্পিরিট যেন ড্যাম্পেন (আগ্রহ যেন নষ্ট) না হয়। তারা যে মাথা ঘামাচ্ছে, কিছু বলতে চাইছে, বিচার করতে চাইছে, আলাপ-আলোচনা করছে — আমি কন্ট্রোল করতে গিয়ে এইসব প্রবণতা যেন নিরুৎসাহিত না হয়। আবার তাদের এই আলোচনার প্রবণতার মধ্যে যে ঝোঁকগুলি দেখা দেয়, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। শুধু তর্ক করতে চাইছে, শুধু জাহির করতে চাইছে, শুধু কথা বাড়াতে চাইছে — এই ঝোঁকগুলির থেকে তাদের মুক্ত করতে হবে। কথা বলা দরকার একটা সঠিক সিদ্ধান্তে আসার জন্য, সেই কথাটাকে প্রিসাইজলি (সংক্ষেপে ও সুনির্দিষ্টভাবে) আনার জন্য, পরিষ্কার করে বলবার জন্য — এগুলি তাদের শিখতে হবে। একটা হল সংক্ষিপ্ত করে মূল বক্তব্য আনা, যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে বলা, আর একটা হচ্ছে, শুধু কথার থেকে কথা বাড়ছে, যতটুকু আগে পরিষ্কার ছিল কথা বাড়াতে গিয়ে আরও অপরিষ্কার হয়ে গেল, এই যে ব্যাড ট্রেন্ড (বাজে ঝোঁক) — এটা দূর করার জন্য নিশ্চয়ই আমরা গাইড করব, কিন্তু গাইড করার মানে এই নয় যে, তার মধ্যে আলাপ-আলোচনা করবার, আর্গুমেন্ট - কাউন্টার আর্গুমেন্ট (যুক্তি ও পাল্টা যুক্তি) করবার প্রবণতাটা মেরে দেওয়া হল। ব্যাড ট্রেন্ডটা যেমন তাদের দেখিয়ে দিতে হবে আবার আলাপ-আলোচনা করার উৎসাহটাও বজায় রাখতে হবে। ইট ইজ এ ডিফিকাল্ট থিং (এটা একটা কঠিন কাজ), কীভাবে করা যায় এটা লিডারদের লার্ন করতে (শিখতে) হবে। আমি সমালোচনা করলাম, আমি ধমক দিলাম, তাতে সংকোচ এসে গেল — এরকম যেন না হয়। বরং এমনভাবে গাইড করব যাতে ভবিষ্যতে আলাপ-আলোচনা করবার আগ্রহ আরও বেড়ে যায়। শুধু তাদের দেখিয়ে দিতে হবে যাতে তারা ধরতে পারে তাদের কথা বলবার রীতির মধ্যে অযথা তর্কাতর্কি করা, কথা বাড়ানোর ঝোঁক কীভাবে কোথায় আছে, এইভাবে সাধ্যমতো কর্মীদের সাহায্য করতে হবে। এখানে কালেক্টিভ ওয়ার্কিং স্টাইল আমূল পরিবর্তন করা দরকার।

আমি লাস্ট ক্লাস-এ খুব দুঃখের সাথে বলেছি, আমাদের কর্মীরা খুব ভাল, অন্যেরা বলে আপনাদের কর্মীরা সবচেয়ে সচেতন, আপনাদের কর্মীরা সবচেয়ে ডিসিপ্লিনড, আপনাদের দল ওয়েল ট্রেন্ড রেভলিউশনারি পার্টি (উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত বিপ্লবী দল) — আমি আগেও বলেছি, আজও বলছি, এসব কথায় কর্মীদের মধ্যে কমপ্লাসেন্সি (আত্মসন্তুষ্টি) আসছে। আমাদের মধ্যে দুর্বলতা কোথায় সেটা নিজেদের বোঝা দরকার। বাঙাল ভাষায় বলে, 'ভেরেন্ডা বনে খাটাস বাঘ'। খাটাস হচ্ছে বনবিড়াল, সেরকম বাঘ হয়ে আমাদের লাভ নেই। অন্য দলগুলো অপদার্থ, ডিজঅনেস্ট (অসৎ), ইনডিসিপ্লিনড (শৃঙ্খলাহীন), আজে বাজে কাজ করছে, আমরা সেরকম নই। তাতে কী এসে গেল! অপরে কিছুই পারে না, আমরা কিছু ত্যাগ করতে পারি, অপরে কিছুই বোঝে না, আমরা কিছু কথা শিখেছি, তার দ্বারা কী এসে গেল? তার দ্বারা কি আমরা বিপ্লবী কর্মকান্ড সফল করতে পারব? তাই বলছিলাম, ভেরেন্ডা বনে খাটাস বাঘ হয়ে লাভ নেই। আমাদের কর্মীরা খুব ভাল, খুব সৎ, এই সব শুনতে শুনতে আমার বিরক্তি লাগে। কারণ এর কৃতিত্ব আমার উপর এসে পড়ে। এই যেমন আমাদের এক কমরেডকে অন্য দলের এক নেতা বলেছেন, 'না, দেখ বাবা ওসব কথা বলো না, ওই লোকটা বসে বসে ক্যাডার তৈরি করছে', আর যেসব ক্যাডারস তৈরি হচ্ছে তাদের দেখে আমার আক্কেল গুড়ুম হয়ে যাচ্ছে। আমি দেখছি যে, অন্যরা যাই তারিফ করুক, আমাদের কর্মীরা নট আপটু দ্য মার্ক (যথোপযুক্ত নয়)। কর্মীদের কথাবার্তা শুনলেই আজকাল আমি বিরক্ত হয়ে যাই। কী যে বলে আর না বলে সে সব মাথামুণ্ডু

কিছুই বুঝতে পারি না। তাদের সঙ্গে আমি চব্বিশ ঘন্টা যোগাযোগ করি। লিডিং কমরেডরা পর্যন্ত পয়েন্ট (বিষয়) পরিষ্কার করতে গিয়ে আরও উল্টোপাল্টা করছে। হয়ত এমনিতেই খানিকটা পরিষ্কার ছিল, আরও পরিষ্কার করতে গিয়ে আরও গোলমাল করে দিল। প্রিসিশান-এ (সংক্ষেপে, সুনির্দিষ্টভাবে) কথা বলব, পরিষ্কার করার জন্য বলব, জট খোলবার জন্য বলব, লাইট থ্রো (বিভ্রান্তি দূর) করার জন্য বলব, বক্তব্য বিষয় এমনভাবে বলব যাতে ধারালো হয়ে মানুষের মনকে আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু অনেক কথা বললাম, বিশ্বজ্ঞান জাহির করলাম, কিন্তু যেটা বলতে চাইছিলাম, যেটা বলা দরকার ছিল, সেটাই বলা হল না। অথচ অপ্রয়োজনীয় কথা বলে আসর গরম করে দিয়ে এলাম। এরকমও কিছু প্যারাসাইট ইনটেলেকচুয়াল (বই মুখস্ত করা পরগাছা বুদ্ধিজীবী) কমরেড আছে, যারা শুধু জ্ঞান জাহির করে, বিশ্বরাজনীতির সবই হাজির করে, কিন্তু মূল পারপাসটা হারিয়ে ফেলে। এসব আমি শুনে শুনে অস্থির হয়ে যাচ্ছি। আবার কিছু বহুদিনের পুরনো কমরেড আছেন যাঁরা কথাই বলতে জানেন না, কীভাবে একটা পয়েন্ট পুট করতে (বক্তব্য রাখতে) হয়, অপরের বক্তব্য শুনে কীভাবে পয়েন্ট রাখতে হয়, এসব শেখেননি।

আর একটা বিষয় আমাকে খুবই অ্যাজিটেট (উদ্বিগ্ন) করছে। এই সিচ্যুয়েশন-এ (পরিস্থিতিতে) অন্যদের ভ্রান্ত রাজনীতি, সুবিধাবাদী রাজনীতি এক্সপোজ করে (মুখোস খুলে দিয়ে) আমাদের সঠিক রাজনীতি তুলে ধরার যে কাজ, মাসেস-এর কনফিউশন ইরাডিকেট (জনগণের বিভ্রান্তি দুর) করার যে কাজ, আমাদের দলের কাগজগুলো কি সেই পারপাস অনুযায়ী ঠিকভাবে চলছে? আমি তো মনে করি সেভাবে ডিসিসিভলি চলছে না। এর কারণ কী? এর কারণ হচ্ছে, এখানেও পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ ল্যাক করছে। প্রোপাগান্ডা একটা বিরাট আর্ট, বড় রেভলিউশনারি না হলে, রেভলিউশনারি পারপাসিভনেস মাথার মধ্যে কনটিনিউয়াসলি না থাকলে ভাল প্রোপাগান্ডিস্ট হওয়া যায় না। কারণ সে বুঝতে পারে না কোন কথাটা কোন সময়ে কীভাবে বলা দরকার। সত্যকে বিকৃত করব না, কিন্তু সত্য উপস্থাপনার স্টাইলটা বড় ইমপর্টেন্ট। বিপ্লবীরা উইদাউট এনি পারপাস (উদ্দেশ্যহীনভাবে) সবসময় সব জায়গায় সব কথা বলে না, যে কথাটা বললে মূল রাজনীতিটা বোঝানো অসুবিধা হবে, মূল সত্য বোঝানো অসুবিধা হবে, আমরা সেই সময় সেই কথাটা বলি না। প্রয়োজনে অন্য একটা সময় সেই কথাটা বলি। কেউ ঘটনাটা জানতে চাইলে নিশ্চয়ই বলি, কিন্তু একটা বিশেষ সময়ে বিশেষভাবে বলি। আমাদের লক্ষ্য যখন একটা বিষয়কে পরিষ্কার করে বোঝানো তখন সেটা আরও এনলাইটেন করতে, আরও উদ্ভাসিত ও প্রকাশিত হতে, অপরের উপলব্ধি আরও পরিষ্কার করতে যে সমস্ত জিনিসগুলি আনলে তুলনামূলকভাবে সুবিধা হবে, আমরা সেগুলিই আনি। এটা পরিষ্কার না থাকলে বিচ্ছিন্নভাবে নানা ফ্যাক্টস (তথ্য) বলার ঝোঁকে আমি যে মূল সত্যটা বোঝাতে চাইছিলাম সেই বোঝানোটা আরও গোলমাল হয়ে যায়। এরকম করার মানে হল, সে বিপ্লবী রাজনীতির আসল কথাই বোঝে না। নেতৃত্বের স্তরেও এই সমস্যা রয়েছে। সাধারণ কর্মীদের কথা এখানে আলোচনা করে আমার লাভ নেই। নেতাদের কথা বলার একটা পারপাস আছে, একটা রিপোর্ট করার পলিটিক্যাল স্টাইল (রাজনৈতিক রীতি) আছে। যারা রেভলিউশন মিন করে (বিপ্লব চায়) তারা জানবে, কোন সময় কোন কথাটা কীভাবে বলবে, কীভাবে বললে কথাটা আরও ধারালো হয়, মূল রাজনৈতিক সংগ্রামকে এগোতে আরও সাহায্য করবে। যে শক্তিগুলি সম্পর্কে কনফিউশন ইরাডিকেট (বিভ্রান্তি দূর) করে আমাকে আস্থা অর্জন করতে হবে, সেই সংগ্রামকে সাহায্য করে না — আমি এমনভাবে কথা বলতে পারি না। আনপারপাসিভলি (উদ্দেশ্যহীনভাবে) আমি কতকগুলো ফ্যাক্টস বললাম যেগুলো সত্য পরিষ্কার করার পথে জঞ্জাল হয়ে গেল, আমাকে এগোতে হলে এগুলো সাফ করে এগোতে হবে। এই যে আনপারপাসিভ ওয়ে অব পুটিং রিপোর্টস, রাইটিং আর্টিক্‌ল্‌স (উদ্দেশ্যহীনভাবে রিপোর্ট দেওয়া এবং প্রবন্ধ লেখা) এগুলি হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। লোকের মধ্যে দল সম্পর্কে আকর্ষণ বেড়েছে। একসময় গণদাবীর সার্কুলেশন স্পেশালি গিয়ার (বিশেষভাবে বাড়ানোর চেষ্টা) করা হয়েছিল, এটা বেড়ে ২৭,০০০ পর্যন্ত হয়েছিল, এখন কমে দাঁড়িয়েছে ১৫,০০০, তাও ঠিকমতো বিক্রি হয় না বা বিক্রি হলেও ঠিকমতো দাম আসে না। একজিকিউটিভদের (কর্মকর্তাদের) বক্তব্য হচ্ছে, নিউজপ্রিন্ট-এর দাম বেড়েছে, অর্গ্যান-এর (দলের মুখপত্র) দাম ঠিকমতো আসছে না, কী করে চালাব, আর এভাবে চালাতে গেলে প্রেস উঠে যাবে। নিউজপ্রিন্ট-এর দাম যখন বেশি, কমরেডরা যখন ঠিকমতো দাম দিচ্ছে না, ফলে প্রেস যখন উঠে যাবে তাহলে আর কী করতে পারি, কাল যদি ৭০০০-এর দাম দেয় ৭০০০ ছাপাব, যদি ৬০০০-এর দাম দেয় ৬০০০ ছাপাব, যদি ৩০০০-এর দাম দেয় ৩০০০ ছাপাব — এই কি একজিকিউটিভ-দের অ্যাটিচিউড

(দৃষ্টিভঙ্গি) হবে? এই একজিকিউটিভরা পলিটিক্যালি ভাবছে না যে, ২৭,০০০ থেকে নেমে ১৫,০০০-এ এসে দাঁড়ালো কেন, আর কেনই বা ১৫,০০০-এর দাম আসছে না, কেন এই পরিস্থিতিতে জনসাধারণের মধ্যে দল সম্পর্কে যেখানে ইন্টারেস্ট ইনক্রিজিং (আগ্রহ বাড়ছে) সেখানে কাগজের বিক্রি বাড়বে না? কাগজের বিক্রি যাতে বাড়ে, দাম যাতে ঠিকমতো আসে, তার জন্য আমার কী কী করা দরকার এগুলি হচ্ছে একজিকিউটিভদের পলিটিক্যাল চিন্তাভাবনা। তা না করে অফিসকেন্দ্রিক ব্যুরোক্রেটিক চিন্তা করছে। ব্যুরোক্রেটিক স্টাইল অব ওয়ার্ক ইমিডিয়েটলি (আমলাতান্ত্রিক কর্মরীতি অবিলম্বে) দূর করা দরকার। উই ডু নট ওয়ান্ট ব্যুরোক্রোটিক লিডারশিপ, উই ওয়ান্ট পলিটিক্যাল লিডারশিপ। এই পলিটিক্যাল লিডারশিপ বেটার করতে গিয়ে যদি রুটিন ওয়ার্ক কিছু ডিসটার্বড হয়, হোক — যদিও রুটিন ওয়ার্ক ডিসটার্বড না হওয়াই ভাল। একজিকিউটিভরা বলবে, এরকম করলে কোনও সিস্টেম থাকবে না। যদি না থাকে না থাকবে। সিস্টেম রাখবার জন্য আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করব কিন্তু সিস্টেম রাখব পলিটিক্যাল লিডারশিপ মরবে — এই দুটোর মধ্যে যদি আমাকে চুজ্ করতে (বেছে নিতে) বলা হয়, আমি বলব পলিটিক্যাল লিডারশিপ চাই, দরকার হলে সিস্টেম গোল্লায় যাক। কিন্তু এফিসিয়েন্সি-র (যোগ্যতার) প্রমাণ হল তুমি সিস্টেমও রাখতে পারছ এবং পলিটিক্যাল লিডারশিপও কনস্ট্যান্টলি কাজ করছে।

এই পলিটিক্যাল লিডারশিপ-এর একটা বড় কাজ হচ্ছে কারেক্ট অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য সিচ্যুয়েশন (বাস্তব অবস্থার সঠিক মূল্যায়ন)। আমাদের দলের গুড উইল (সুনাম) বেড়েছে, মাস সাপোর্ট বেড়েছে, কর্মীও বেড়েছে, কিন্তু কাগজ বিক্রি ফল করেছে (কমেছে) কেন? সেলস প্রসিড (দাম) দিচ্ছে কি দিচ্ছে না, শুধু তার দ্বারা আমার সিদ্ধান্ত ডিটারমাইন্ড (স্থির) হবে কেন? রিপোর্ট তো আমার রিড করার (ঠিকমতো বোঝার) কথা, দেখিয়ে দেওয়ার কথা কোথায় কর্মীদের এরার (ভুল) হচ্ছে, কোন জায়গাটায় তারা ফেল করছে, কোথায় তারা স্টিরিওটাইপ (গতানুগতিক) চিন্তার ভিক্টিম (শিকার) হচ্ছে, কেন তারা একটা কাজের মধ্যে আর একটা কাজকে মেলাতে পারে না — এসব দেখা নেতাদের কাজ। যখন তারা ক্যাম্পেন করে, যখন তাদের চাঁদা তুলতে বলা হয়, যখন তারা একটা আন্দোলন করে, তারা যখন নানা কাজকর্ম করে — তখন তারা জানে না কাজের পরিধি যখন বাড়ে তখন কী করে সেই সঙ্গে লিটারেচারের সেলও বাড়তে পারে। তারা মনে করে তারা যে প্রোগ্রাম-এ ব্যস্ত আছে, কাগজ সেল করার প্রোগ্রাম তার সম্পূর্ণ প্যারালাল (আলাদা)। তারা ভাবে, এই প্রোগ্রামটা আগে শেষ হোক তারপর আমি খাওয়া-দাওয়া করে, পরে বেলায় কাগজ দেওয়ার প্রোগ্রাম-এ বেরোব। এ'দুটি যেন আলাদা প্রোগ্রাম। ফলে একটা অন্য প্রোগ্রাম এসে গেল, কাগজ বিক্রি বন্ধ হয়ে গেল। অথচ কাগজ হচ্ছে একজন বিপ্লবীর কনটিনিউয়াস সাথী। বিপ্লবী যেখানে যায় কাগজ তার সঙ্গে যায়। আমি যেখানেই যাই, যে আন্দোলনই করি তার সাথে কাগজ নিয়ে যাই এবং কাগজ বিক্রি করি। তাহলে লিডারশিপকে কাগজ বিক্রিটাও পলিটিক্যালি দেখতে হবে। ইউনিট এসে বলল, আমাদের পক্ষে এর বেশি কাগজ নেওয়া সম্ভব নয়, এর বেশি আমরা বিক্রি করতে পারব না, লিডারশিপ জানতে চাইল, তোমরা কত নিতে পারবে, ইউনিট জবাব দিল, আমরা এত নিতে পারব, নেতৃত্ব বলল, না এর থেকে বেশি নেওয়া দরকার, ইউনিট জবাব দিল, না, না আমরা এর বেশি নিতে পারব না, নেতৃত্ব মেনে নিয়ে বলল, ঠিক আছে, এর থেকে তোমরা যখন বেশি নিতে পারবে না, তাই হবে। কালকে আবার তারা এসে বলবে, আমরা আরও কম নেব, পরে আরও কমাতে চাইবে, নেতৃত্বও মেনে নেবে — এর নাম কি পলিটিক্যাল লিডারশিপ? পলিটিক্যাল লিডারশিপ হচ্ছে, কারেক্ট অ্যাসেসমেন্ট অব দ্য সিচ্যুয়েশন, যে কথাটা ইউনিট বলছে সেকথাটা কারেক্ট রিফ্লেকশন অব দ্য সিচ্যুয়েশন (বাস্তব অবস্থার যথার্থ প্রতিফলন) কিনা দেখতে হবে। হ্যাঁ কন্ডিশন এমন যে কাগজ বিক্রি এখন কিছু ফল করবে, দেখছি ইউনিট যে রিডিংটা দিচ্ছে তা কারেক্ট, লিডারশিপ-এর রিডিং-এর সাথে ইউনিট-এর রিডিং মিলছে, সেখানে আলাদা কথা। কিন্তু যেখানে ইউনিট-এর সাথে লিডারশিপের রিডিং মিলছে না সেখানে ডিটেল্স-এ প্রোব (গভীরে অনুসন্ধান) করতে হবে। কেন ইউনিট এভাবে ভাবছে, কেন কাগজ নিলেও পড়ে থাকছে, এগুলি লিডারশিপের ইমিডিয়েটলি ফাইন্ড আউট (তৎক্ষণাৎ খুঁজে বের) করা দরকার। নট টু ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিং টু দ্য সাজেশন অব দি ইউনিট উইদাউট ক্রিটিক্যালি এগজামিনিং ইট (ভালভাবে খুঁটিয়ে না দেখে শুধু ইউনিটের মতামত অনুযায়ী কাজ করা নয়)। না হলে সেন্ট্রালিজমের কোনও মানে দাঁড়ায় না, লিডারশিপ-এর কোনও মানে দাঁড়ায় না। এরকম করার ফলে হোয়াট ইজ গোয়িং অন অ্যাট প্রেজেন্ট (বর্তমানে কী চলছে)? অ্যাভারেজ ডেমোক্রেসি অর্থাৎ ইউনিট যা বলবে তাই চলবে প্রায় এরকম এখন চলছে।

ইউনিট-এর কথা নেওয়া, তার সাজেশন নেওয়া, তার দ্বারা নেতৃত্বের ধারণাকে উন্নত করার অর্থ দাঁড়িয়েছে ইউনিট-এর পিছনে পিছনে চলা। এটা চলতে পারে না। ইউনিট-এর স্টিরিওটাইপ ধারণা, তাদের শর্টকামিংস (সীমাবদ্ধতা), এগুলোকে প্রোব করতে হবে। এগুলি করার জন্য সর্বস্তরে লিডারশিপ-এর এবিলিটি অর্জন করা দরকার। প্রদেশ, জেলা, লোকাল সর্বত্রই এটা কাল্ট্ (চর্চা) হিসাবে আসা দরকার। যেখানে শর্টকামিংস্ সেখানে ক্রিটিসিজম হওয়া দরকার। বাট নট উইথ এ ভিউ টু ব্লেমিং বাট টু হেল্প আদার্স (কিন্তু অন্যকে দোষী প্রমাণ করার জন্য নয়, সাহায্য করার জন্য)। এই ক্রিটিসিজম-এর সামনে নট টু এনি হাউ ডিফেন্ড মাই পজিশন (যেকোনওভাবে নিজের সমর্থনে সাফাই গাওয়ার জন্য) আমি বলব না। আমি একটা জিনিস পারিনি, তার জন্য পাল্টা অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাতে পারি না, ফর এ রেভলিউশনারি এটা আনএথিক্যাল (বিপ্লবীর কাছে এটা অনৈতিক কাজ)। শুধু এটা যে ডিসিপ্লিন-এর বাইরে তা নয়, আই ওয়ান্ট টু রেইজ এ বেসিক কোয়েশ্চেন (আমি একটা মূল প্রশ্ন এখানে তুলে ধরতে চাই)। আমার অসুবিধা হচ্ছে বলে আই ক্যান নট ক্রিটিসাইজ আদার্স (আমি অপরকে সমালোচনা করতে পারি না)। আমাকে চার্জ (আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ) করছে বলে আমি অ্যাট ওয়ান্স একটা কাউন্টার চার্জ (তৎক্ষণাৎ একটা পাল্টা অভিযোগ) করতে পারি না, কাউন্টার চার্জ হিসাবে আমি যে বক্তব্যটা বলতে যাচ্ছিলাম সেটা সঠিক হলেও তখন আসবে না, অন্য সময় আসবে, ইমপারসোন্যালি (নৈর্ব্যক্তিকভাবে) আসবে। আমি সমালোচিত হয়েছি বলে তখন তার ডিফেন্সের (সাফাই গাওয়ার) যুক্তি অর্থে কাউন্টার চার্জ করলে, দ্যাট ইজ আনএথিক্যাল ফর এ রেভলিউশনারি। এগুলি ভেরি ইমপর্টেন্ট ফর দ্য ডেভেলপমেন্ট অব এ গুড রেভলিউশনারি ক্যাডার (ভাল বিপ্লবী কর্মী হিসাবে গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।

আমাদের ওয়ার্কিং ইমপ্রুভ করতে হবে — রেইজ দিস স্লোগান (এই স্লোগান তুলুন)। ইচ অ্যান্ড এভরি কমরেড মাস্ট বি ভিজিলেন্ট অ্যাবাউট — হোয়েদার মাই ওয়ার্কিং স্টাইল ইজ ইমপ্রুভড, হোয়েদার আওয়ার কালেক্টিভ ওয়ার্কিং স্টাইল ইজ ইমপ্রুভড। ইমপ্রুভড ইন এ সেন্স দ্যাট ইট হ্যাজ গিভ্ন মি এ মোমেন্টাম অ্যান্ড ইমোশন (আমার কাজের স্টাইল উন্নত হচ্ছে কি না, আমাদের যৌথ কর্মকান্ডের স্টাইল উন্নত হচ্ছে কি না, এ ব্যাপারে প্রতিটি কর্মীকে সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। উন্নত এই অর্থে যে তা আমার মধ্যে একটা গতিবেগ ও একটা আবেগ সৃষ্টি করেছে)। এটা আমাদের প্রত্যেকের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে, কর্মক্ষমতা ও পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ বাড়িয়ে দিয়েছে, রাজনৈতিক চেতনা বাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের জনসংযোগ ও কাগজ বিক্রি বাড়িয়ে দিয়েছে, আমাদের গণসংগঠনগুলির বিস্তার ঘটিয়ে দিয়েছে — এই দিকে লক্ষ রেখেই আমাদের ওয়ার্কিং স্টাইল ইমপ্রুভ করতে হবে। পার্টি অর্গ্যানস হবে আমাদের নিত্য সঙ্গী। কারও সাথে একটা আলোচনার পর বুঝে দরকার মতো যে কাগজটা দেওয়া দরকার সেটা তৎক্ষণাৎ যেন দিতে পারি। ফিরে এসে আবার আর একটা কমরেডকে যেন না বলতে হয়, তুমি গিয়ে ওমুকের বাড়িতে কাগজটা দিয়ে এসো। কারণ এর ফলে অনেক ক্ষতি হয়। প্রথমত ফিরে এসে যাকে বললাম সে আউট অফ মাইন্ড হয়ে যেতে পারে, তারপর আমি আর একজনকে বললাম, ওহে নোট করে নাও তো, ওমুককে এই কাগজটা পৌঁছে দিও, তিনি আবার নোট করে নিয়ে আর একজনকে দায়িত্ব দিলেন, তিনি আবার আর একজনকে দায়িত্ব দিলেন, এইভাবে স্তরে স্তরে যেতে যেতে ততদিনে ভাত পান্তা হয়ে গেল — কাগজ গেল না। দিজ আর অল ব্যাড থিংস। যারা ব্যাগ নিয়ে চলে তারা ইজিলি কাগজ ক্যারি করে চলতে পারে। হোয়াট ইজ দ্য হার্ম (কী ক্ষতি হবে) এভাবে চললে। যারা নানা ফ্রন্ট ও ইউনিটে কাজ করে, যারা চব্বিশ ঘন্টা পাবলিক-এর সঙ্গে মিশছে তারা প্রত্যেকেই ঝোলা নিয়ে চলবে। এই ঝোলায় প্রয়োজনীয় বইপত্র, কাগজ, ডকুমেন্ট, রসিদ বই, মোটামুটি সবই থাকবে। যখন 'সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও বেকার সমস্যার সমাধান কোন পথে' বইটা কাউকে দেওয়ার দরকার তখন ব্যাগ থেকে বের করে দেব, যখন আলোচনা করতে করতে ইন্দো-সোভিয়েত ট্রিটি প্রসঙ্গ এসে গেল, তখন বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময় এই ট্রিটি সম্বন্ধে যা বলেছিলাম সেই অতীতের কাগজের কপিখানা তাকে দেব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কর্মীরা সবসময় খবর রাখে না কোন ইস্যুতে কী বেরোল, কারণ তারা পড়ে না। অর্ধেকের বেশি কর্মী তাদের নিজেদের কাগজ ভাল করে পড়ে না, পার্টির সিরিয়াস কর্মী বলে যারা পরিচিত, যারা জনসাধারণের মধ্যে অ্যাক্টিভলি কাজ করে তারা অনেক সময় কাগজটা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পড়ে না বা পড়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে না। ফলে, তারা জানবে কোথা থেকে কোন অর্গ্যান-এ কোন ভ্যালুয়েবল আর্টিক্ল্ (মূল্যবান প্রবন্ধ) বেরিয়েছে। ফলে কমরেডরা কাগজগুলি পড়ছে কিনা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ছে কিনা,

এ নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কিনা, এগুলি লিডারদের দেখতে হবে। এগুলি শুধু রুটিন সার্কুলার দিয়ে ইউনিটকে জানালেই হবে না। লিডাররা যখনই কমরেডদের সঙ্গে গল্পগুজব করবে, কথাবার্তা বলবে তখনই নানা কথাবার্তার মধ্যে কোনও না কোনও সময় এগুলি চেক করবে। নানা কথার মধ্যে আন্দোলন নিয়ে, নানান আলোচনার মধ্যে — তুমি কাগজটা পড়েছ কি না, ওই লেখাটা বুঝেছ কিনা, তুমি কাগজ বিক্রি করেছ কিনা, তোমার বিক্রি বাড়ছে কিনা, বিক্রির সেলস প্রসিড ঠিকমতো জমা পড়েছে কিনা, এগুলি চেক করতে হবে। এটা একটা কনটিনিউয়াস প্রসেস। সব কাজের মধ্যে লিডারদের এসব খেয়াল রাখতে হবে। যখন একটি ট্রেড ইউনিয়ন ধর্মঘট হচ্ছে, যখন ছাত্র-যুব ফ্রন্টে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ হচ্ছে, এমনকী আমাদের কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছে, তখনও কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে এগুলি জিজ্ঞাসা করতে হয়। কমরেডদের সঙ্গে নানান কথা বলতে বলতে এসব ব্যাপারে খোঁজ নিতে হবে। এটাকে আমি বলি পলিটিক্যাল বিহেভিয়ার অব এ লিডার, পলিটিক্যাল স্টাইল অব এগজিসটেন্স অব এ লিডার, (একজন নেতার রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন আচরণ, একজন রাজনৈতিক নেতার জীবনযাপনের রীতি) আদারওয়াইজ লিডারদের ওয়ার্কিং স্টাইল হয়ে দাঁড়াবে রুটিন ব্যুরোক্রেটিক টাইপ (না হলে নেতাদের কাজের স্টাইল হয়ে দাঁড়াবে আমলাতান্ত্রিক)। দিনগত পাপক্ষয় — অফিসে আসছে যাচ্ছে, সার্কুলার দিচ্ছে, ওকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, তাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছে, মিটিং কল করছে, একে নোট দিচ্ছে, তাকে নোট দিচ্ছে, এর চিঠি পড়ছে, ওর চিঠির উত্তর দিচ্ছে — এগুলি কি পলিটিক্যাল ওয়ার্ক? এতো একটা ক্লার্কও করতে পারে। দিস ইজ নট দ্য ফাংশন অব এ লিডার (নেতাদের যথার্থ কাজ এটা নয়)। লিডারদের এইসব টেকনিক্যাল কাজগুলি করতে হয়, দে আর অল নেসেসারি ইভিলস — না করে উপায় নেই বলেই করতে হয়, এগুলিতে অনেক সময়ও ওয়েস্টজ (নষ্ট) হয়। যদি আরও সময় পাওয়া যেত কর্মীদের তাতে আরও পলিটিক্যালি ইকুইপ (রাজনৈতিক দিক থেকে চৌকস) করার জন্য আরও ভাল হত।

এই ইকুইপ (তৈরি) করার মেথড (পদ্ধতি) কি এক রকম নাকি? শুধু মিটিং করা, ইনডিভিজুয়াল টক (ব্যক্তিগত আলাপ-আলোচনা) করা একমাত্র মেথড নাকি? গল্পগুজবের মধ্য দিয়েও তৈরি করতে হয়, অবশ্য তেমন গল্পগুজব করা চাই, তেমন আড্ডা দিতে পারা চাই, যেখানে হয়ত একটিও রাজনীতির কথা নেই, শুধু গল্পগুজবই আছে, শুধু হাসিঠাট্টাই আছে, তবু ক্যাডার তৈরি হচ্ছে, তাদের মানসিক কাঠামো পাল্টাচ্ছে। এগুলি তো এমনি এমনি হয় না, এগুলি শিখতে হয়। এগুলি জানতে পারার জন্য কোনটি প্রধান শর্ত? সেটা হচ্ছে বিপ্লব আমার নাড়ির মধ্যে মিশে গেছে, বাকি অন্য সব জিনিস বিপ্লবের মধ্যে খাদ হয়ে মিশেছে। আর অন্য বিশেষ কিছু নেই। বিপ্লবী চেতনার ও কর্মোদ্যোগে বিভ্রান্তি ঘটাবার আর তার কোনও শক্তি নেই বা কখনও তেমন শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দিতে গেলে বিপ্লবী শক্তিটা তাকে বাধা দেয়, মাথাচাড়া দিতে দেয় না। এমনভাবে নেতারা ও কর্মীরা নিজেদের তৈরি করবার চেষ্টা করবে। তাই আমাদের বর্তমান স্লোগান হবে — টু কোপ উইথ দ্য সিচ্যুয়েশন, প্রিপেয়ার ইওরসেলফ টু ইমপ্রুভ দ্য স্টাইল অব ওয়ার্ক, ডেভেলপ ইওর পলিটিক্যাল কনসাসনেস অ্যান্ড পলিটিক্যাল ইনিশিয়েটিভ, রিড দি অর্গ্যান অ্যান্ড লিটারেচার রেগুলারলি, ইনক্রিজ দ্য সার্কুলেশন অব অর্গ্যানস, গো টু দ্য পিপল, ডেভেলপ অর্গানাইজেশন অ্যান্ড অর্গানাইজ মাস স্ট্রাগল (বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের স্লোগান হবে — নিজেদের কাজের স্টাইল উন্নত করো, রাজনৈতিক চেতনা ও উদ্যোগ আরও বাড়ানোর জন্য প্রস্তুতি নাও, পার্টির মুখপত্র ও পুস্তিকা নিজে নিয়মিত পড়ো, মুখপত্রের প্রচার সংখ্যা বাড়াও, জনগণের কাছে যাও, গণসংগঠন ও গণআন্দোলন গড়ে তোলো)। এগুলো হচ্ছে এখনকার সময়ের প্রধান টাস্ক (করণীয় কাজ)।

ইফ উই ক্যান গেট রিড অব দ্য বেসিক উইকনেস ফ্রম হুইচ উই আর সাফারিং (যে মূল দুর্বলতাগুলো আমাদের রয়েছে, যদি আমরা তা থেকে মুক্ত হতে পারি), যে দুর্বলতাগুলি থাকার ফলে যে শক্তি আমাদের মজুত আছে তার সবটা আমরা ব্যবহার করতে পারছি না, সেগুলি দূর করতে পারলে এই সিচিউয়েশনকে (পরিস্থিতিকে) কাজে লাগানো যাবে। এমনিতেই এত বড় একটা বিশাল দেশের তুলনায় আমাদের যে রিসোর্স (ক্ষমতা) থাকা দরকার তা নেই, সে তুলনায় আমরা ল্যাগিং ফার বিহাইন্ড। আগামী বেশ কিছুদিনের মধ্যে সেই ধরনের শক্তি অর্জন করা কঠিন। তবু আর একদিক থেকে যে সব ঘটনা ঘটছে, জনগণের সংগ্রামমুখিনতা যেভাবে দেখা যাচ্ছে, পার্টি সম্পর্কে ইনক্রিজিং ইনটারেস্ট (ক্রমবর্ধমান আগ্রহ) যে ভাবে গ্রো করছে (আরও বাড়ছে), সেই অবস্থায় আমাদের এই লিমিটেড (সীমিত) শক্তিকে কর্মীরা যদি সকলেই ঠিকভাবে কাজে

লাগাবার জন্য রাজনৈতিক চেতনা ও কর্মক্ষমতা বাড়ায়, তর্ক-বিতর্ক ও আলাপ-আলোচনা করবার কায়দা-কৌশল রপ্ত করে, অর্গ্যানগুলির সার্কুলেশন বাড়ায়, তাহলে আমাদের অগ্রগতির গতিবেগ অনেকটা বাড়বে। জনগণকে বোঝাতে হবে — দি এনিমি ইজ ক্যাপিট্যালিজম, ইট ইজ টু বি ওভারথ্রোন (মূল শত্রু হল পুঁজিবাদ, একে উচ্ছেদ করতে হবে)। দ্য রুরাল অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোলেটারিয়েট অ্যালং উইথ সেমি-প্রোলেটারিয়েট (কৃষি ও শিল্পশ্রমিক আধা সর্বহারাদের সঙ্গে নিয়ে) পুঁজিবাদকে উচ্ছেদ করবে। আর এই লড়াই-এর জয়ের সিওরিটি নির্ভর করছে মেকি মার্কসবাদীদের মাসেস থেকে আইসোলেট (জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন) করতে পারার উপর। দেখতে হবে কমরেডরা যাতে দলের রাজনীতি ও পরিস্থিতি ঠিকমতো বোঝে এবং সেইভাবে জনগণকে বোঝাতে পারে, ঠিকমতো করে লাইট থ্রো (সচেতন) করতে পারে। শুধু ক্যাপিট্যালিজম-এর বিরুদ্ধে বক্তৃতা করে চলে গেল, শুধু প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশন-এর রোল (সর্বহারা বিপ্লবের ভূমিকা) কী বলে চলে গেল, শুধু কংগ্রেস কী করছে তার একটা ফিরিস্তি দিয়ে চলে গেল — এটা কি একটা কমপ্লিট পলিটিক্যাল স্পিচ (পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক বক্তৃতা)? না। বক্তৃতায় সমস্ত প্রব্লেম-এর সঙ্গে রিলেট (যুক্ত) করে দেখাতে হবে ক্যাপিট্যালিজমকে উচ্ছেদ করা দরকার কেন, ওয়ার্কিং ক্লাস এই প্রোলেটারিয়ান রেভলিউশনে নেতৃত্ব দেবে কেন, তার অ্যালিজ (মিত্র) কারা হবে এবং কীভাবে তাদের লড়তে হবে — এগুলি ঠিকমতো বোঝাতে হবে। ওয়ার্কিং ক্লাস কখন জিতবে? যখন সে রিয়েল রেভলিউশনারি রাস্তায় এগোতে পারবে, যখন সে সিউডো-রেভলিউশনারিদের সম্পর্কে ইলিউশন (মোহ) মুক্ত হতে পারবে, যখন বিপ্লবী দল ইউনাইটেড স্ট্রাগলে (ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে) এই সিউডো-রেভলিউশনারিদের সঙ্গে কাজ করতে করতে তাদের এক্সপোজ করতে পারবে, ডিফিট দিতে পারবে। যতক্ষণ তারা এক্সপোজড হয়নি, জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়নি, জনগণের মধ্যে তাদের সম্পর্কে ইলিউশন আছে, তাদের কাছ থেকে এক্সপেক্টেশন (প্রত্যাশা) আছে, ততক্ষণ তাদের ইউনাইটেড ব্যাট্‌ল্‌-এ (ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে) আনতে হবে। আবার যতক্ষণ তারা ইউনাইটেড ব্যাট্‌ল্‌-এ প্রধান শক্তি ততক্ষণ তারা বিপ্লবী আন্দোলনের সামনে সবচেয়ে বড় বাধা — এই মূলকথা ভাল করে বোঝা এবং সমস্ত বক্তব্যের মধ্যে ভালভাবে উপস্থাপনা করতে পারার নাম হল পলিটিক্যাল স্পিচ বা পলিটিক্যাল আন্ডারস্ট্যান্ডিং (রাজনৈতিক উপলব্ধি)।

প্রত্যেকটি নেতা এবং কর্মী তাদের প্রাত্যহিক কাজ, লেখা, আলাপ-আলোচনা, বক্তৃতার মধ্যে যাতে কারেক্ট পলিটিক্যাল কনসেপশন, ক্লাস কনসাসনেস রিফ্লেক্ট (সঠিক রাজনৈতিক চিন্তা, শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গি প্রতিফলিত) করতে পারে তার জন্য নিজেদের স্ট্যান্ডার্ডকে ইমিডিয়েটলি অ্যাডিকোয়েট (চেতনার মানকে অবিলম্বে উপযুক্ত) করতে হবে। তাহলে যে শক্তি আমাদের আছে, আমরা সেই শক্তিকে ক্লোজ-আপ (সংহত) করে গতিবেগ অনেক গুণ বাড়িয়ে দিতে পারি। হয়ত যে জিনিসটা এখন অসম্ভব মনে হচ্ছে সেটা সম্ভব করতে পারি, অর্থাৎ জনতার মধ্যে পার্টি সম্পর্কে যে ইনক্রিজিং ইনটারেস্ট আছে, এবং জনসাধারণের মধ্যে যে আন্দোলনমুখিনতা বাড়ছে, এগুলি ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারলে আমরা সেটাকে সম্ভব করতে পারি অর্থাৎ আমরা এফেক্টিভলি (কার্যকরীভাবে) নেতৃত্বদানকারী ভূমিকায় যেতে পারি। নট ওনলি থিওরেটিক্যালি বাট এফেক্টিভলি হ্যান্ডলিং, গাইডিং অ্যান্ড রিমোল্ডিং দ্য সিচ্যুয়েশন-এর মধ্য দিয়ে (শুধু তত্ত্বগতভাবে নয়, বাস্তবে কার্যকরীভাবে ক্রিয়া করার দ্বারা নেতৃত্ব দিয়ে ও পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে) আমরা এই ক্ষমতা অর্জন করতে পারি। তাহলে ভারতবর্ষে যেখানে ইতিমধ্যেই রেভলিউশনারি অবজেক্টিভ কন্ডিশন (বিপ্লবের জমি বাস্তবে) সৃষ্টি হয়েই আছে সেখানে একটা কার্যকর বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলা যাবে। এই অবস্থায় গতানুগতিকতাকে ফাইট করতে হবে, কাজের কথায় প্লি আফটার প্লি (একের পর এক অজুহাত) দেওয়ার টেন্ডেন্সিকে ফাইট (ঝোঁকের বিরুদ্ধে সংগ্রাম) করতে হবে। জেনুইন ডিফিকাল্টি (প্রকৃত অসুবিধা) থাকলে নিশ্চয়ই পেশেন্ট হিয়ারিং দিতে (ধৈর্যের সঙ্গে তা শুনতে) হবে, কিন্তু ইন দ্য নেম অব ডিফিকাল্টি যখন প্লি দেওয়া হচ্ছে তখন সেটাকে বুঝতে হবে। যেমন জেনুইন (যথার্থ) একটা পয়েন্ট থাকলে তা শুনতে হবে, কিন্তু ইন দ্য নেম অব পয়েন্টস (বক্তব্যের নামে) কতকগুলি রং পয়েন্টস (ভুল বক্তব্য) উঠছে যা ওনলি কনফিউশন সৃষ্টি করে কর্মের উদ্যোগে বাধা সৃষ্টি করে — সেগুলিরও বিরুদ্ধে ফাইট করতে হবে। পলিটিক্যাল ডিসকাশনকে এনকারেজ (রাজনৈতিক আলোচনাকে উৎসাহিত) করতে হবে। বাট নট এনি কাইন্ড অব পলিটিক্যাল ডিসকাশন (কিন্তু যে কোনও ধরনের রাজনৈতিক আলোচনা নয়) যে পলিটিক্যাল ডিসকাশন পার্টির মূল লাইনকে ভিত্তি করে হয় তাকে এনকারেজ করতে হবে বাট নট এনি এমপিরিক্যাল ডিসকাশন (কিন্তু

ঘটনার একান্ত বাহ্যরূপ ধরে আলোচনা নয়)। স্কলাসটিক ডিসকাশন মাস্ট বি ডিসকারেজড (পন্ডিতি আলোচনাকে অবশ্যই নিরুৎসাহিত করতে হবে)।

রেকর্ড প্রিজার্ভ করা (তথ্য সংগ্রহ ও রক্ষা) ভেরি ইমপর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন কানেকটেড উইথ এডিটোরিয়াল বোর্ড (সম্পাদকীয় বোর্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ), যেটা পি সি-কে (রাজ্য কমিটিকে) দেখতে হবে। পি সি-কে দেখতে হবে অর্গ্যানস আর পাবলিশড রেগুলারলি, অ্যান্ড নট অনলি দ্যাট, ইটস্ রাইটিং স্ট্যান্ডার্ড ইজ অলসো কনটিনিউয়াসলি ইমপ্রুভড (পার্টি মুখপত্র যেন নিয়মিত প্রকাশিত হয়, আর শুধু তাই নয়, এর লেখার মানও যেন ক্রমাগত উন্নত হয়)। তার জন্য এডিটোরিয়াল বোর্ড মাস্ট টেক ইট অ্যাজ এ সিরিয়াস পয়েন্ট (সম্পাদকীয় বোর্ড এ দিকটায় গুরুত্ব দেবেন) যে তারা এটা নিয়ে কনস্ট্যান্টলি রিসার্চ (সর্বদা অনুসন্ধান) করছে, আলোচনা করছে, লিখছে, অন্য কাগজ পড়ে নোট করে মেটিরিয়াল কালেকশন (তথ্য সংগ্রহ) করছে। তাদেরও রাইটিং স্টাইল ইমপ্রুভ (লেখার স্টাইল উন্নত) করা দরকার, তারা শুধু অন্য কাগজটা পড়ল তারপর রেখে দিল — এরকম যেন না হয়। যারা এডিটোরিয়াল বোর্ড-এ কাজ করে এবং যারা পার্টি নেতৃত্বকে নানান খবর দিয়ে অ্যাকোয়েনটেড (ওয়াকিবহাল) করতে চায়, তাদের পড়বার রীতি এটা নয়। তাদের পড়ার রীতি ইমপ্রুভড হওয়া দরকার। তাদের কাছে কাগজ-পেন্সিল থাকবে, যে মুহূর্তে কোনও ইনফরমেশন, কোনও পয়েন্ট রেফারেন্সের কাজে লাগতে পারে মনে হবে, সে সময় না লাগলেও অন্য সময় লাগতে পারে বলে মনে হবে, তৎক্ষণাৎ ডেট সহ সেগুলি নোট করে রাখতে হবে। এবং উইল বি প্রিজার্ভড (এগুলি যত্ন করে রাখতে হবে) যাতে প্রয়োজনমতো আমরা কাজে লাগাতে পারি। এডিটোরিয়াল বোর্ড-এর মেম্বাররা এইভাবে পড়েন না, কমরেডরাও এভাবে পড়েন না ফলে তারা আনইকুইপড (অপ্রস্তুত) থেকে যায়। শুধু একটা ঠাসা আর্টিক্‌ল, শুধু একটা ঠাসা পলিটিক্যাল অ্যানালিসিস (রাজনৈতিক বিশ্লেষণ) হলে চলবে না। এগুলিতেও দরকার হয় কতকগুলো মেটিরিয়াল (তথ্য) দেওয়ার। কিন্তু তখন মেটিরিয়াল হাতের কাছে নেই, কোথায় আছে হাতড়াতে হয়, ফলে ডিলেইড্ (দেরি) হয়ে যায় লেখাটা। অথবা মেমারি থেকে বলে, ওখানে কাগজটা দেখেছিলাম কিন্তু সে কাগজ আর খুঁজে পাওয়া গেল না। দ্যাট মিনস্ এখানেও স্টাইল অব ওয়ার্ক ইমপ্রুভড হওয়া দরকার।

কালকে আমি খানিকটা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, বর্তমান রেলওয়ে স্ট্রাইক* আবার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল, এস ইউ সি আই-কে শক্তিশালী করার সঙ্গে ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক আন্দোলন কারেক্ট কোর্স-এ (সঠিক খাতে) পরিচালনা ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। এই ব্যাপারে কোনও কর্মীর যেন কোনও সংশয় না থাকে। আমাদের শক্তিবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পর্কে শত্রুপক্ষের অ্যাটেনশন (নজর) আছে, অ্যালার্টনেস (সতর্কতা) আছে, তারা নানা বাধা সৃষ্টি করছে, যেটা বাঁকুড়ায় কে কে এম এফ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনের ডেলিগেট সেশনেও আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ সম্পর্কে বহু কর্মী অ্যালার্ট নয়। যাতে বর্তমান সময়টা ঠিকমতো কাজে লাগাতে পারে সেইভাবে কর্মীদের ইকুইপ করতে হবে। তার জন্য যে সব পয়েন্টস আলোচনা করছি, সেগুলো নানা টক-এর (আলোচনার) মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে নিয়ে যেতে হবে। টু ডিসকাস ইমপর্ট্যান্ট পলিটিক্যাল পয়েন্টস অ্যামং দ্য কমরেডস (গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে কমরেডদের সঙ্গে আলোচনা করা), যা কর্মীদের কনফিউশন দূর করতে, তাদের মধ্যে ধারণা পরিষ্কার করতে এবং তাদের উৎসাহ বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে — এই হ্যাবিট লিডারদের থাকা উচিত। যে সব জরুরি কথা নেতারা জানে, শুধু ক্লাস-এ নয়, গল্পের ছলে, হুইসপারিং-এর ছলে (ঘরোয়া কথাবার্তার মধ্য দিয়ে) সেগুলি কর্মীদের জানানো দরকার। এই কাজটা করা দরকার, যেটা লিডাররা অনেক সময় করেন না। বাস্তব ঘটনা এই রকম যে, গভর্নমেন্ট ইনটেলিজেন্স, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট, পুলিশ, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এদের আমাদের সম্পর্কে যে নজর রয়েছে, অন্য বিরোধী দলের প্রতি তা নেই। অন্য বিরোধী দলের প্রতি এদের যে বিরুদ্ধতা আর আমাদের প্রতি যে বিরুদ্ধতা, এই দুটোর মধ্যে জাতগত পার্থক্য রয়েছে। যারাই গণআন্দোলন পরিচালনা করেন, যারা অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর সঙ্গে ডিল (কাজকর্ম) করেন, তাদের পলিটিক্যাল আউটলুক (রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি) থাকলে দে ক্যান ইজিলি ডিফারেনসিয়েট বিটুইন দ্য টু (তারা সহজেই এ দুটোর মধ্যে পার্থক্য ধরতে পারবেন)। অন্য দলগুলো খুনোখুনি করছে, লড়ালড়ি করছে তবুও টপ লেভেল-এ, বুর্জোয়াদের উঁচুতলায় সে পার্টিগুলো সম্পর্কে যে অ্যাটিচিউড ও অ্যাপ্রোচ (দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব) কাজ করে, আমাদের সম্পর্কে সেটা সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে একটা ক্লাস হোসটিলিটি রিফ্লেক্টেড (শ্রেণীবিদ্বেষ প্রতিফলিত) হয়।

কোথায় হয়ত একজন অফিসার একটু লেফ্‌ট মাইন্ডেড, সে আমাদের বক্তব্যে অ্যাট্রাক্টেড (আকৃষ্ট হয়েছে) , আমাদের কর্মীদের ব্যবহারে অ্যাট্রাক্টেড, সেখানে হয়ত একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, সে হয়ত আমাদের সম্পর্কে সিমপ্যাথেটিক অ্যাপ্রোচ (দরদী মনোভাব) নিয়ে চলে, আবার দেখা যাবে তাকে সাথে সাথে ট্রান্সফার করে দেওয়া হল। সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট দেখছে যে, এস ইউ সি আই স্টিল এ স্মল ফোর্স (আজও একটি ক্ষুদ্রশক্তি), কিন্তু ইতিহাস থেকে তারা এই লেসন্ (শিক্ষা) নিয়েছে যে, বিপ্লবী দল আজ স্মল হলেও ইগনোর (অবহেলা) করা চলবে না। নামী নেতা বলতে যার কেউ ছিল না, যার লোকজন, প্রচার কিছুই ছিল না, যাকে তুড়ি দিয়ে ওড়াতে চেয়েছে, যাকে নানা ঠাট্টা-বিদ্রুপ করেছে, যাকে পদে পদে বাধা দিয়েছে, আজ জনগণের মধ্যে সে দলের একটা ওয়েট সৃষ্টি হয়েছে, তার সম্পর্কে একটা অ্যাট্রাকশন সৃষ্টি হয়েছে, তার নেতৃত্ব সম্পর্কে একটা অ্যাট্রাকশন সৃষ্টি হয়েছে, যে সত্যটা আজ আর ওরা অস্বীকার করতে পারে না। সংবাদপত্রে প্রচারে প্রায় কমপ্লিট ব্ল্যাকআউট করেও (মুছে ফেলেও) এ দলের বক্তব্যের প্রচার আটকাতে পারা গেল না, সংবাদপত্রের প্রচার ছাড়াই মানুষের মধ্যে এ দল পৌঁছে যাচ্ছে।

ফলে ওরা ভাবছে কিছু না থেকে যখন এরকম অবস্থায় এস ইউ সি আই এসেছে তাকে আর নেগলেক্ট করা চলে না। আর যেন এ দল বেশি বাড়তে না পারে। বুর্জোয়া ক্লাস ও গভর্নমেন্ট-এর এ্যাটিচিউড হচ্ছে, একে অঙ্কুরেই বিনাশ কর। তারা মনে করছে যে, এটাই হচ্ছে রিয়েল ফোর্স যা পুঁজিবাদের পক্ষে বিপজ্জনক — সি পি আই (এম)-ও নয়, নকশালও নয়। তারা মনে করে, দুটোকেই আমরা আমাদের মতো হ্যান্ডল করতে পারি, কিন্তু এস ইউ সি আই-এর কৌশল ধরা যায় না, এদের এক্সট্রিমিস্ট (উগ্রপন্থী) বলেও ব্র্যান্ড (চিহ্নিত) করা যায় না, কারণ আজও এরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নেয়, আবার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অন্য দলদের যেমন দেখি, যত তারা গরম বক্তৃতাই করুক, লাঠালাঠি করুক, তাদের ঠিক বোঝা যায় যে, তারা আমাদের পছন্দমতো গণতন্ত্রী। কিন্তু এস ইউ সি আই-কে বোঝা যায় না। এরা ঠিক সেরকম গণতন্ত্রী নয়, এরা অন্য রকম। এদের কথাবার্তা আলাদা, এদের ঢং আলাদা, এদের জীবনযাত্রা আলাদা, এদের নেতা ও কর্মীদের চলন-বলন আলাদা — বুর্জোয়ারা এরকম ভাবে। সেজন্য ওরা চায় হয় আমাদের পাশে এস, অন্য দলগুলোর মতো নেতা হও, তাদের মতো বাড়িঘর কর, তাদের মতো বক্তৃতাবাজী কর, সে বক্তৃতা সরকার বা মালিকের বিরুদ্ধেই কর, তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু আমরা যেরকম চাইছি সেরকম হও, নাহলে তোমাদের বিশ্বাস করা যায় না। তোমরা ভিন্ন জাতের। সেজন্য আমাদের সম্পর্কে এনিমি খুব অ্যালার্ট, পুলিশের অ্যাটিচিউড-ই আলাদা। আমি বাঁকুড়ার স্পিচে-এ পরিষ্কার করেই বলেছি। কংগ্রেস এবং সি পি আই (এম)-এর পরস্পর বিরুদ্ধতার চরিত্রই আলাদা। ইলেকশন ব্যাট্‌ল-এ (ভোটের লড়াইয়ে) সি পি আই(এম)-ই কংগ্রেসের প্রধান শত্রু। ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউস (শিল্পপতি মহল) কখনও এদের ব্যাক করছে, কখনও ওদের ব্যাক করছে, অর্গানাইজেশনাল ফিল্ড-এ (সাংগঠনিক ক্ষেত্রে) ওদের মধ্যে লড়ালড়ি আছে — এ সবই ঠিক। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখবেন, সি পি আই(এম)-কে কংগ্রেস যে চোখে দেখে, এস ইউ সি আই-কে সম্পূর্ণ ভিন্ন চোখে দেখে। কংগ্রেস জানে এস ইউ সি আই ইলেকশন রাজনীতিতে কোনও ফ্যাক্টরই নয়, তবু তারা মনে করে এস ইউ সি আই তাদের প্রধান শত্রু, কারণ বিপ্লবী দল হিসাবে তাদের কাছে এস ইউ সি আই-ই তাদের মূল শত্রু। আমাদের ক্ষেত্রে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর অ্যাটিটিউড অত্যন্ত স্টিফ (কঠোর), কিন্তু অন্যদের ক্ষেত্রে তা নয়। আবার সি পি আই (এম)-ও যেভাবে মার্কসবাদের তক্‌মা লাগিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে, এস ইউ সি আই সেক্ষেত্রে একটা বিরাট বাধা। তাই এস ইউ সি আই-কে সি পি আই (এম) খুবই বিদ্বেষের চোখে দেখে। তারা দেখছে, এস ইউ সি আই ছোট হলেও যুক্ত আন্দোলনে তাকে হ্যান্ডল করার উপায় নেই। ইলেকশনে সিট পাওয়ার লোভে, মন্ত্রীত্ব পাওয়ার লোভে এস ইউ সি আই তাদের নীতি-আদর্শ বিসর্জন দেয় না, তারা এত স্ল্যান্ডার (কুৎসা) করছে তবু এস ইউ সি আই সম্পর্কে পাবলিক ইনটারেস্ট বাড়ছে, তাদের দলের সৎ কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও এস ইউ সি আই সম্পর্কে কিউরিওসিটি (কৌতুহল) বাড়ছে। তাই সি পি আই (এম) চাইছে, এস ইউ সি আই-কে যেভাবে হোক কোণঠাসা করতে হবে। আর এখানেও কংগ্রেস ও অন্যান্য দলের সাথে সি পি আই (এম)-এর ঐক্য। তাই নিজেদের মধ্যে ভোট নিয়ে যতই মারামারি থাকুক, লড়ালড়ি থাকুক, যেখানে এস ইউ সি আই একটু গ্রো করছে, সেখানেই কোথাও প্রকাশ্যে বা কোথাও গোপনে ওরা জোট বাঁধছে। ছোট দল আরও আছে, তাদের সঙ্গেও মালিকদের ডায়ালগ আছে, তারা এ্যাপ্রোচ করতে পারে, কিন্তু এই দলটির সঙ্গে কোনও মালিকের কোনও ডায়ালগ নেই, কোনও এ্যাপ্রোচ নেই। এই দলটি ফান্ডের জন্য ডিপেন্ড করে অন

বক্স কালেকশন অন দ্য স্ট্রীট, এ দল ডিপেন্ড করে অন দ্য কনট্রিবিউশন অব পিজেন্টস, ওয়ার্কার্স অ্যান্ড দ্য কমন ম্যান (কৃষক, শ্রমিক, এবং সাধারণ মানুষের অর্থসাহায্যের উপর এ দলটি নির্ভর করে)। এ কখনও মালিকদের কাছে যায় না, তাদের কাছে হাত পাতে না। এই সিম্পটম থেকে মালিকরা বিপদ দেখে। মালিকরা যদি দেখত যে, তাদের কাছেও আসে, আবার বিপ্লবের কথাও বলে, বিপ্লবের জন্যই মালিকের কাছে টাকা চায়, তখন মালিকরাও ভাল বুঝতে পারে। মালিকরা বুঝতে পারে — হ্যাঁ, ওরা বিপ্লবের জন্যই আসে এবং আমিও বিপ্লবের জন্য চাঁদা দিই, আমার টাকায় যদি ওরা বিপ্লবটা করতে পারে, করুক না। এরকম হলে মালিকরা নিশ্চিন্ত হয়। কিন্তু এস ইউ সি আই একটা ভিন্ন জাতের পার্টি। মালিকরা দেখে, ওরা আমাদের সঙ্গে কোনও ডায়ালগ ওপেন করতে চায় না, স্ট্রাগল করে, স্ট্রাগল-এর প্রয়োজনে, নেগোশিয়েসন-এর (আপস-আলোচনার) প্রয়োজনে, মালিকের সাথে ডায়ালগ করে, কিন্তু এর অন্য কোনও আলাদা ডায়ালগ নেই। সেজন্য এস ইউ সি আই বিপজ্জনক। এস ইউ সি আই-এর কোনও সোস্যাল হাই-আপ (অভিজাত মহলের লোকজন) নেই। অন্য বড় দল, ছোট দল, সকলেরই সোস্যাল হাই-আপ আছে, কিন্তু এর নেই। এর সমস্ত কর্মের ক্ষেত্র হচ্ছে ওয়ার্কার্স, পুওর পিজেন্টস্, এগ্রিকালচারাল ওয়ার্কার্স, লোয়ার মিডল ক্লাস, মিডল ক্লাস, মিডল ক্লাস ইনটেলিজেনসিয়া আর এদের ঘরের ছেলেমেয়েদের মধ্যে। ফলে এই পার্টির চরিত্র, আচার-আচরণ তাদের কাছে বিপজ্জনক। তারা তাদের ডেমোক্রেটিক সেট-আপে (গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়) ভিন্ন ধরনের পার্টি চায়। ফলে এই কারণে আমরা ছোট হলেও আমাদের সম্পর্কে ওরা খুব অ্যালার্ট। কিন্তু আমাদের বহু কর্মী এনিমি-র এই অ্যালার্টনেস সম্পর্কে নিজেরা অ্যালার্ট নয়। তারা এর গুরুত্ব আন্ডারস্ট্যান্ড করে না। নিজেদের দায়দায়িত্ব আন্ডারস্টান্ড করে না, নিজেদের হিসটোরিক্যাল রোল (ঐতিহাসিক ভূমিকা) বোঝে না।

সেইজন্য বলছি এগুলি হচ্ছে আমাদের বেসিক উইকনেস (মূল দুর্বলতা)। সেগুলিকে দূর করার কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে এই এক্সটেন্ডেড পি সি মিটিং-এর উদ্দেশ্য। আমি এইসব বিষয় আপনাদের সামনে রাখলাম। এই ব্রডার হাউসে (বৃহত্তর সভায়) সবাই শুনলেন। এরপর পি সি বসে বা একজিকিউটিভরা বসে যা যা নেসেসারি সেগুলি ঠিক করবেন। প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্ট কমিটি, লোকাল কমিটি, প্রত্যেক ফ্রন্টাল বডি বাই ওয়ান স্ট্রোক (এক ধাক্কায়) ওয়ার্কিং স্টাইল পাল্টাবেন। আর প্রত্যেকে মাথা খাটাবেন, চেষ্টা করবেন প্রত্যেকে কী করে ওয়ার্কিং স্টাইল পাল্টাতে পারেন, বডিগুলির ডেমোক্রেটিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল ফাংশনিং ইমপ্রুভ করতে পারেন। প্রত্যেককে এই লেসন দিতে হবে যে, তোমার পলিটিক্যাল কনসাসনেস ও ইনিশিয়েটিভ বাড়াও। আবার প্রত্যেককে বুঝিয়ে দিতে হবে, সে কোথায়, কীভাবে ল্যাক করছে। কর্মীদের সঙ্গে দেখা হলেই অনেক কথার মধ্যে জিজ্ঞেস করতে হবে, তোমার যা ক্ষমতা সেই অনুযায়ী জনগণের সঙ্গে মিশছো কিনা, জনগণের মধ্যে রাজনীতি নিয়ে যাচ্ছ কিনা, নানা গণসংগঠন গড়ে তুলছ কিনা, শুধু একধরনের গণসংগঠনই নয়, যেখানে যাদের যেভাবে সংগঠিত করা যায়, ক্লাব-লাইব্রেরি হোক, স্পোর্টস-ব্যায়ামাগার হোক, সাহিত্য-নাটক-সঙ্গীত গোষ্ঠী হোক, কোচিং-নাইট স্কুল হোক, যেমন কাজে মানুষকে একত্রিত করা যায়, নিজের উদ্যোগে আমি সেটা করছি কিনা, নাকি সার্কুলার-এর জন্য বসে থাকি, কে যোগাযোগ করিয়ে দেবে তার জন্য বসে থাকি, অথবা আমি পারব কিনা, আমার দ্বারা হবে কিনা — এসব ভেবে ভেবে সময় নষ্ট করছি। উদ্যোগ বাড়াও, হোক ভুল, তবু কাজ কর, ভুল থেকে শিখে আরও এগিয়ে যাও। কিন্তু কেন ভুল হোল, কেন ভুল হোল বলে গালে হাত দিয়ে বসে থেকো না, সময় নষ্ট করো না। এগুলি কর্মীদের বোঝাতে হবে। আর কর্মীদের বোঝাতে হবে, মানুষকে জয় করবে যুক্তি দিয়ে, ভদ্র ও সুশালীন আচরণ দিয়ে, চরিত্র দিয়ে। এগুলি কর্মীদের শেখাতে হবে। আর এজন্য চাই সংগঠনের স্তরে স্তরে এগুলি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা, ভ্রান্ত চিন্তাভাবনা ও কর্মপদ্ধতি পরিবর্তনের জন্য ব্যাপক আন্দোলনের বন্যা।

আজ এখানেই শেষ করছি।

ইনকিলাব জিন্দাবাদ

১৯৭৪ সালের ২রা জুন, কলকাতার
ফুটনানি হলে এস ইউ সি আই-এর
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বর্ধিত সভায়
প্রদত্ত ভাষণ। ১৯৯৫ সালে প্রথম
পুস্তিকাকারে প্রকাশিত।